CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-305 ■ 4 August, 2026 ■ আগরতলা ৪ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশে উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি ও কংগ্রেসের

নিতিন নবীনের আসনে প্রশান্ত কিশোরের জয়, চিন্তার ভাঁজ বিজেপির কপালে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট ।। জেন-জি আন্দোলন পরবর্তী উপ-ভোটের ফলাফল বিজেপি-কে গভীর চিন্তায় ফেলেছে। কারণ, দেড় দশকের পুরনো শক্ত ঘাঁটি বিহারের বাঁকিপুরে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের ছেড়ে আসা আসনে দলের পরাজয় কোনো ভাবেই খাঁটো দেখার সুযোগ নেই। প্রশান্ত কিশোরের বিজয় বিহারে বিজেপি শাসক জোটের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তেমনি, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের দাতিয়া আসন ধরে রাখাও বিজেপির দুর্দিনের পূর্বাভাস বলে সমালোচকরা বিদ্রুপ করে চলেছেন। কেবলমাত্র গুজরাটে মঞ্জলপুর আসনে বিজেপির জয় কিছুটা মান বাঁচিয়েছে।

বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বড় রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করলেন জন সুরাজের প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। তিনি বিজেপি প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহাকে ১৮,৯৬৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে দীর্ঘদিনের বিজেপি আধিপত্যের অবসান ঘটালেন।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৩১ দফা ভোট গণনা শেষে প্রশান্ত কিশোর পেয়েছেন ৬৩, ২০৩ ভোট। অন্যদিকে বিজেপির নীরজ কুমার সিনহার প্রাপ্ত ভোট ৪৪,২৫০। আরজেডি প্রার্থী রেখা কুমারী গুপ্তা ১৪,০৮৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।

এটি প্রশান্ত কিশোরের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম নির্বাচনী জয়, যা বিহারের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ফলাফল ঘোষণার পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী প্রশান্ত কিশোরকে শুভেচ্ছা জানান। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ করা এক পোস্টে তিনি বলেন, গণতন্ত্রের মহোৎসবে বাঁকিপুরের মানুষ জন সুরাজকে বেছে নিয়েছেন। জনগণের রায়কে সম্মান জানিয়ে তিনি প্রশান্ত কিশোরকে অভিনন্দন জানান।

ভোট গণনার শুরু থেকেই প্রশান্ত কিশোর এগিয়ে ছিলেন এবং প্রতিটি রাউন্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যবধান আরও বাড়তে থাকে। জন সুরাজ, বিজেপি ও আরজেডির মধ্যে ত্রিমুখী লড়াই হবে বলে ধারণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা প্রশান্ত কিশোরের একতরফা জয়ে পরিণত হয়।

জয়ের ব্যবধান এতটাই বড় ছিল যে শেষ পর্যন্ত মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বিতীয় স্থান দখল নিয়েই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিজেপি দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেও আরজেডি অনেক পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে নেমে যায়।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ফলাফল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ব্যাঙ্কিপুর দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। ফলে প্রশান্ত কিশোরের এই জয় পাটনা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এই ফলাফলের পর বিজেপি ও আরজেডি উভয় দলের মধ্যেই আত্মসমালোচনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতা নীতিন নবীন প্রায় ৫১ হাজার ভোটের ব্যবধানে আরজেডির রেখা গুপ্তাকে পরাজিত করেছিলেন। তবে সেই বিপুল ব্যবধান উপনির্বাচনে ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি।

বিজেপি দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখলেও দীর্ঘদিনের শক্ত ঘাঁটি হারানো তাদের জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অন্যদিকে আরজেডির ফল আরও হতাশাজনক। দলের প্রার্থী রেখা কুমারী গুপ্তা মাত্র ১৪,০৮৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন।

রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা, প্রশান্ত কিশোর বিজেপি ও আরজেডি দুই দলের ঐতিহ্যগত ভোটব্যাঙ্কের একটি বড় অংশ নিজের দিকে টানতে সক্ষম হয়েছেন। তবে ভোটের এই নাটকীয় পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ বুথভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণের পর আরও স্পষ্ট হবে।

জন সুরাজ এবং প্রশান্ত কিশোরের জন্য ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেস ও সিপিএম উন্নয়ন দেখেনা সমস্যা সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। রাজধানী আগরতলার পরিত্যক্ত ও দখলমুক্ত হওয়া পুরনো পুকুরগুলির সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সোমবার আগরতলার মধ্যপাড়া এলাকায় সংঘের পুকুর ও প্রভু বাড়ির পুকুর পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আগামী তিন মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পুর কমিশনার এবং পূর্ত ও পুর নিগমের অন্যান্য আধিকারিকরা।

পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা শহরের বিভিন্ন পুরনো ও দীর্ঘদিন অবহেলিত পুকুরকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম। এর আওতায় সংঘের পুকুর, প্রভু বাড়ির পুকুর, শিববাড়ির পুকুরসহ একাধিক জলাশয়ের সংস্কার কাজ চলছে।

তিনি জানান, প্রভু বাড়ির পুকুরটি দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্যক্তির দখলে ছিল। প্রশাসনের উদ্যোগে পুকুরটি দখলমুক্ত করার পর বর্তমানে সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, আগরতলা শহরের সামগ্রিক উন্নয়নে বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে কাজ করছে। তাঁর বক্তব্য, "শহরের শতভাগ পরিবর্তন এখনও সম্ভব না হলেও প্রায় ৮৫ শতাংশ উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজও পর্যায়ক্রমে শেষ করা হবে।"সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলগুলির সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস ও সিপিআই(এম) উন্নয়নের ইতিবাচক দিক দেখতে চায় না। তাঁদের উদ্দেশ্য সমস্যা সৃষ্টি করা, অন্যদিকে বর্তমান বিজেপি সরকার মানুষের সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে।এছাড়াও এছাড়াও প্রভুবাড়ি এলাকায় মাদকের রমরমা নিয়ে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, রাজ্যে মাদকসহ কোনো ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এই ধরনের অপরাধ দমনে সরকার কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি।

৫ আগষ্ট থেকে রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ধর্ণা - গণঅবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। এডিসি প্রশাসন ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আগামী ৫ আগস্ট থেকে সপ্তাহব্যাপী রাজ্যজুড়ে তিন ঘণ্টার ধর্না ও গণঅবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। একই সঙ্গে রাজ্য সরকার বিভিন্ন খাতে কত অর্থ ব্যয় করেছে, তার বিস্তারিত শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবিও জানিয়েছে দল।

সোমবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। তিনি জানান, জেলা সদর, মহকুমা সদর এবং বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় এই ধর্না ও গণঅবস্থান কর্মসূচি পালন করা হবে।

প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, সরকার যদি শ্বেতপত্র প্রকাশ না করে, তাহলে প্রদেশ কংগ্রেস নিজস্বভাবে একটি "চার্জশিট" প্রকাশ করবে। সেই চার্জশিট জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে এবং উত্থাপিত অভিযোগগুলির জবাব দিতে সরকারকে বাধ্য করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, গত কয়েক বছরে রাজ্যে সরকারি তহবিলের অপব্যবহার, জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে আর্থিক অনিয়ম এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে। দলের দাবি, ভারতের মহাহিসাব নিরীক্ষক -এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে সরকারি অর্থ ব্যয়ের অসঙ্গতি, হিসাব সংক্রান্ত গরমিল এবং আর্থিক অনিয়মের বিষয় উঠে এলেও সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

প্রদেশ কংগ্রেস আরও অভিযোগ করে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ বাড়ছে। পাশাপাশি মাদক পাচার, ভূমি সংক্রান্ত অনিয়ম এবং সরকারি জমি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানায় দল।

দলের নেতাদের অভিযোগ, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও ব্যক্তিগত জমি জালিয়াতির মাধ্যমে দখল ও হস্তান্তরের ঘটনা ঘটলেও প্রকৃত দায়ীদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এডিসি এলাকায় আইনগতভাবে হস্তান্তরযোগ্য নয় এমন জমি কীভাবে অন্যদের কাছে পৌঁছেছে, সেই বিষয়েও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, প্রদেশ এসসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান নীরঞ্জন দাস, কিষাণ কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অশোক বৈশ্য, ওবিসি কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন দেবনাথ এবং অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেসের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল।

সুযোগ সন্ধানীদের মাথায় কোন স্থান নেই ঃ প্রদ্যোৎ

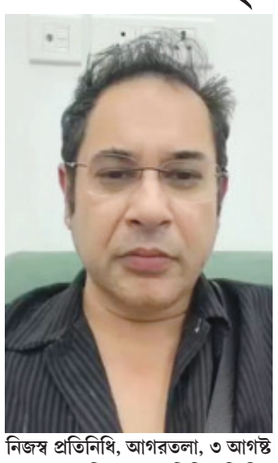

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। আসন্ন ভিলেজ কমিটি (ভিসি) নির্বাচন শেষ হওয়ার পর মথা এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলিতে ব্যাপক সাংগঠনিক পুনর্গঠন করা হবে। বলে জানানো হয়েছে। সুযোগসন্ধানী বা ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করা ব্যক্তিদের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে কোনো স্থান থাকবে না। আজ সামাজিক মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ।

আজ সামাজিক মাধ্যমে বার্তায় এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলেন, ইয়ুথ টিপরা ফেডারেশন (ওয়াইটিএফ), তিপরা উইমেন্স ফেডারেশন (টিডাব্লিউএফ), তিপরা ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিআইএসএফ), তিপরা কালচারাল ফোরাম (টিসিএফ) এবং তিপরা মথাএই সমস্ত সংগঠনের কাঠামো নতুনভাবে সাজানো হবে।

তিনি আরও বলেন, যারা সৎ, নিবেদিতপ্রাণ এবং রাজ্য ও দেশের উন্নত ভবিষ্যতের লক্ষ্যে দলের আদর্শ ও ভিশনের প্রতি আন্তরিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তারাই এই পুনর্গঠনের মূল অংশ হবেন।

একই সঙ্গে স্পষ্ট বার্তা দিয়ে বলা হয়েছে, সুযোগসন্ধানী বা ব্যক্তিস্বার্থে রাজনীতি করা ব্যক্তিদের জন্য নতুন সাংগঠনিক কাঠামোতে কোনো স্থান থাকবে না।

বিলাসবহুল গাড়ি থেকে উদ্ধার নেশা সামগ্রী, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। রাজ্যে নেশাবিরোধী অভিযানে আরও একটি বড় সাফল্য পেল আমবাসা থানার পুলিশ। নিয়মিত নাকা চেকিং চলাকালীন একটি বিলাসবহুল গাড়ি থেকে ৩৪৯ বোতল এসকফ কফ সিরাপ এবং প্রায় ১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় বিহারের দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আমবাসা থানার অন্তর্গত বেতবাগান নাকা পয়েন্টে নিয়মিত যানবাহন তল্লাশির সময় এএস০১জিকে২২৪৮ নম্বরের একটি গাড়িতে সন্দেহ হওয়ায় সেটি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে গাড়ির ভেতর থেকে বিপুল পরিমাণ এসকফ কফ সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার হয়।

ঘটনায় বিহারের বাসিন্দা সত্যেন্দ্র রায় ও রবি কুমার নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এছাড়াও গাড়ির ভেতর থেকে বিহার রাজ্যের আরও দুটি গাড়ির নম্বর প্লেট উদ্ধার হয়েছে, যা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গৃহকর্তীর বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার চুরি আটক পরিচারিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট।। আগরতলার কৃষ্ণনগর এলাকায় একটি বাড়ি থেকে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় এক মহিলা গৃহপরিচারিকাকে গ্রেপ্তার করেছে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা মূল্যের চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সঞ্জিত সেন জানান, কৃষ্ণনগরের ম্যাগনেট ক্লাব এলাকার বাসিন্দা নিরুপমা দেববর্মার বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ করতেন ওই মহিলা। রবিবার নিরুপমা দেববর্মা বাড়িতে কিছু স্বর্ণালংকার খুঁজে না পেয়ে গৃহপরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তবে তিনি চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেন। এরপর নিরুপমা দেববর্মা পশ্চিম আগরতলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে সোমবার অভিযুক্ত গৃহপরিচারিকার ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই জিবিতে চক্ষু ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে ঃ সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। জাতীয় অঙ্গদান দিবস উপলক্ষ্যে আজ আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। স্টেট অর্গান এন্ড টিস্যু ট্রান্সপ্লান্ট অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে প্রজ্ঞাবনের ১নং হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের থিম বা মূল ভাবনা ছিল "অঙ্গদান জীবন সঞ্জীবনী অভিযান"। মরনোত্তর অঙ্গদানে রাজ্যবাসীর মধ্যে আরও সচেতনতা গড়ে তুলতে এবং অঙ্গদানে এগিয়ে আসতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকতায় ফিরলেও রাজনীতি ছাড়ছি না ঃ রেবতী ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। শিক্ষকতায় ফেরার ঘটনাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে তৈরি হওয়া জল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেননি। বরং শিক্ষকতার পাশাপাশি দলীয় দায়িত্বও সমানভাবে পালন করবেন।

সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রেবতী ত্রিপুরা বলেন, তিনি যে মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন, সেটি একটি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়। ফলে সেখানে কর্মরত শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সরকারি চাকরির বিধিনিষেধ প্রযোজ্য নয় এবং শিক্ষকতার পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার ক্ষেত্রেও কোনও বাধা নেই।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে ছুটিতে যান। বর্তমানে নির্বাচনী বা সাংগঠনিক ব্যস্ততা তুলনামূলক কম থাকায় এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে পুনরায় শিক্ষকতায় ফিরেছেন। ভবিষ্যতে দল যে দায়িত্ব দেবে, শিক্ষকতার পাশাপাশি সেই দায়িত্বও তিনি পালন করবেন বলে জানান।

রেবতী ত্রিপুরা আরও বলেন, তাঁকে নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বিজেপি ছাড়েননি এবং ভবিষ্যতেও দলেই থাকবেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

৩ সন্তানের জননীর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট।। সিপাহিজলা জেলার বিশালগড়ের লালটিলা এলাকায় তিন সন্তানের এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে মৃতার শ্বশুরবাড়ি ও বাবার বাড়ির সদস্যদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দাবি সামনে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতার নাম সনকা নম। তাঁর স্বামীর নাম বিকাশ নম। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে ওই গৃহবধূকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, সনকা নম দীর্ঘদিন ধরে স্বামীর নেশাগ্রস্ত আচরণের কারণে মানসিক ও পারিবারিক সমস্যার মধ্যে ছিলেন। তবে তাঁদের মতে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে, শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দাবি, সনকা নম গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। যদিও মৃতার বাবার ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কৃষকদের আয় বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। গত আট বছরে ত্রিপুরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখেছে। অতীতে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি, সেই ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ বর্তমানে রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সোমবার এই কথা বলেন বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন উনকোটি জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে নির্মিত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন মন্ত্রী।

কুমারঘাট কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বেতছড়া গ্রামীণ বাজারের উদ্বোধন করা হয়। ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই বাজারটি স্থানীয় কৃষক ও ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। পাশাপাশি ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিতব্য কুমারঘাট বিদ্যুৎ বিভাগের নতুন কার্যালয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এছাড়াও জগন্নাথপুর এলাকায় ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত সুসংগঠিত বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়, প্রায় ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত কুমারঘাটে কৃষি উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে সোনামুড়া বিদ্যুৎ অফিসে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৩ আগষ্ট ।। বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে সোমবার সোনামুড়া বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন এলাকার বাসিন্দারা। অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধি পাওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা দপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে সাধারণ মানুষ চরম আর্থিক সমস্যার মুখে পড়েছেন। অবিলম্বে বর্ধিত বিল প্রত্যাহার, বিলের পুনর্মূল্যায়ন এবং সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানান তারা। বিক্ষোভ চলাকালীন বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয় এবং কিছু সময়ের জন্য অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে কর্মসূচি পালন করা হয়। খবর পেয়ে প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময় উত্তেজনা বিরাজ করলেও পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগষ্ট ।। কল্যাণপুর থানার অধীন দ্বারিকাপুর পঞ্চায়েতের বাগান বাজার চা বাগান এলাকায় একটি পুকুর থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 04-08-2026, 01:04

জাগরণ আগরতলা ৪ আগস্ট, ২০২৬ ইং
১৮ শ্রাবণ, মঙ্গলবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

মামলার পাহাড় !

ভারতে আদালতগুলোতে কোটি কোটি মামলা বকেয়া থাকিবার প্রধান কারণ হইলো বিচারক ও পরিকাঠামোর চরম ঘাটতি, যাহার সাথে যুক্ত রহিয়াছে জটিল আইনি প্রক্রিয়া এবং ঘনঘন শুনানি স্থগিত হওয়ার সংস্কৃতি। জনসংখ্যা এবং মামলার সংখ্যার তুলনায় ভারতে বিচারকের সংখ্যা অনেক কম। আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় ভারতে প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য বিচারকের অনুপাত অত্যন্ত হতাশাজনক, পাশাপাশি বহু বিচারকের পদ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্ন আদালতগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, অপর্যাপ্ত এজলাস এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্টাফ বা কর্মীর অভাবে মামলার কাজ ধীরগতিতে চলে। অহেতুক ”তারিখের পর তারিখ” নেওয়ার সংস্কৃতি এবং আইনজীবীদের বারবার স্থগিতাদেশ চাওয়ার প্রবণতা মামলা বিচারে দীর্ঘ বিলম্ব ঘটায়।ভারতে আইনি প্রক্রিয়া এবং প্রমাণের নিয়মাবলী বেশ দীর্ঘ ও জটিল। এছাড়া ফরেনসিক রিপোর্ট এবং পুলিশি তদন্তের ধীরগতিও মামলা ঝুলিয়া থাকিবার বড় কারণ।দেশের বিভিন্ন আদালতে ঝুলিয়া থাকা মামলার একটি বড় অংশই সরকারি দপ্তর বা বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যকার বা তাহাদের বিরুদ্ধে করা মামলা।শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে মানুষ নিজেদের অধিকার রক্ষায় আদালতের দ্বারস্থ বেশি হইতেছেন, যাহার ফলে মামলা দায়েরের সংখ্যা আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়াছে।

দেশের বিচারব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার চিত্র আবারও সামনে আসিল সংসদে। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল জানাইয়াছেন, সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে ৯৬ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি মামলা ১০ বছরের বেশি সময় ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। এমনকি ৩০ বছরেরও বেশি সময়েও নিষ্পত্তি হয়নি ২৬টি মামলার।কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টে বর্তমানে ৯৬ হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে।সুপ্রিম কোর্টে ১০ হাজারেরও বেশি মামলা রহিয়াছে, যেগুলির নিষ্পত্তি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া হয়নি।সংসদে জানানো হইয়াছে, ২৬টি মামলা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া বিচারাধীন রহিয়াছে। এছাড়া ৫৫৮টি মামলা ২০ বছরের বেশি সময় ধরিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিডএর তথ্য অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা ও নিম্ন আদালত মিলাইয়া দেশে মোট ৫.৬৪ কোটি মামলা বিচারাধীন। ঝুলে থাকা মাদক মামলাগুলির বিচার প্রক্রিয়ায় গতি আনিতে চাইছে কেন্দ্র। কোনও কোনও রাজ্যে ৫০-৬০ হাজার মামলা বিচারাধীন রহিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় মাদক মামলার শুনানির জন্য সব রাজ্যকে বিশেষ আদালত গঠনের উপরে জোর দিতে বলিয়াছে কেন্দ্র।

গত মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বৈঠকে উঠিয়া আসে দেশের ২২টি রাজ্যে এখনও মাদক মামলার জন্য কোনও বিশেষ আদালত গঠিত হয়নি। তাহার পরেই এই প্রস্তাব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। দেশে এখনও প্রায় ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে। বহু মামলা বিচারাধীন অবস্থায় পড়িয়া থাকিলেও মাদক মামলাগুলির জন্য নির্দিষ্ট কোনও বিশেষ আদালত নাই। ২০১৪ সাল থেকে মাদক মামলা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তেমনই বাড়িয়াছে গ্রেফতারির সংখ্যাও। ২০০৪-২০১৪ সালের মধ্যে দেশে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার মাদক মামলা রুজু হইয়াছিল। গ্রেফতার করা

হইয়াছিল ১ লক্ষ ৯৫ হাজার জনকে। তার পরে ২০১৪-২০২৬ সালের মধ্যে মামলার সংখ্যা বাড়িয়া

হইয়াছে ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার। গ্রেফতারও করা হয় ১০ লক্ষ ৯৭ হাজার অভিযুক্তকে। এ অবস্থায় বিভিন্ন রাজ্যে বিচারাধীন থাকা মামলার সংখ্যা উদ্বেগজনক বলিয়াই মনে করা হইতেছে। সেই কারণে মাদক মামলাগুলির শুনানির জন্য বিশেষ আদালত গঠনে জোর দিতে বলিয়াছে কেন্দ্র।

জাতীয় মঞ্চে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করলেন ধর্মনগরের বর্ষা দাস, জিতলেন ‘স্পার্ক মিস ইন্ডিয়া ২০২৬’-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর খেতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট: জাতীয় স্তরের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব প্রতিযোগিতা ‘স্পার্ক মিস ইন্ডিয়া ২০২৬’-এ ত্রিপুরার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিয়ে ‘ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর’ খেতাব অর্জন করেছেন ধর্মনগরের কলেজ রোড এলাকার তরুণী বর্ষা দাস। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী স্নেহা উল্লাল। ছোটবেলা থেকেই মডেল হওয়ার স্বপ্ন লালন করে আসা বর্ষা ২০২০ সালে মডেলিং জগতে নিজের পথচলা শুরু করেন। পরিবারের অজান্তেই স্থানীয় বিভিন্ন ফ্যাশন শো-তে অংশ নিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ জাতীয় মঞ্চে এই সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি।

বর্তমানে বর্ষা ধর্মনগরের দেবশা এন্টারটেইনমেন্ট-এ প্রশিক্ষক হিসেবে মডেলিং ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারের সহযোগিতা ও উৎসাহ তাঁর সাফল্যের অন্যতম প্রেরণা।

ভবিষ্যতে ২০২৭ সালে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করাই তাঁর লক্ষ্য। নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে বর্ষা বলেন, “স্বপ্নের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও আত্মবিশ্বাস থাকলে সাফল্য একদিন অবশ্যই ধরা দেয়। বর্ষা দাসের এই কৃতিত্বে ধর্মনগরসহ সমগ্র উত্তর ত্রিপুরাজুড়ে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে।

তপোবন আশ্রমে ”শ্রী শ্রী গীতা প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৫-২৬”-এর শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩ আগস্ট: গোকুলনগরস্থিত ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র তপোবন আশ্রমে রবিবার ভক্তিময় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে ”শ্রী শ্রী গীতা প্রশিক্ষণ কোর্স ২০২৫-২৬”-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার এবং ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জামাতিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন মন্ত্রী শশিকান্ত পাণ্ডে এবং তপোবন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সচিদানন্দ পুরী মহারাজ। এছাড়াও আশ্রমের সন্ন্যাসী, বিশিষ্টজন এবং বিপুল সংখ্যক ভক্ত-অনুরাগী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, গীতা পাঠ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভক্তিমূলক পরিবেশে গীতার শ্লোকপাঠ ও প্রার্থনার মাধ্যমে আশ্রম প্রাঙ্গণে এক আধ্যাত্মিক আবহের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং মানবজীবনের এক অনন্য পথপ্রদর্শক। গীতার কর্ম, কর্তব্য, নৈতিকতা, আত্মসংযম ও মানবিকতার শিক্ষা বর্তমান সমাজেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে গীতার আদর্শ ও ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়ার ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নিয়মিতভাবে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়, শ্লোক, দর্শন ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উদ্দেশ্য, গীতার জীবনমুখী শিক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বাস্তবায়িত করা এবং সমাজে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটানো।

আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে রবীন্দ্র-আদর্শে প্রাণিত সনজিদা খাতুনের ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ

স্বপনকুমার মণ্ডল

গত সংখ্যার পর—অন্যদিকে পূর্ব বাংলার বাঙালির মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকাই সেক্ষেত্রে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পথের আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোর প্রদীপ্ত দীপশিখা সম্পর্কে পাকিস্তানপন্থী ধর্মান্ধ বাঙালি মুসলিম থেকে পাকিস্তানি সরকার কর্তৃপক্ষ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। এজন্য ভাষা আন্দোলনের তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৬ তে বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলেও বাঙালিসত্তাকে অস্বীকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৭-তে পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। এছাড়া বাংলা ভাষার স্বীকৃতি মিললেও বাঙালির স্বীকৃতি বিপন্নতাবোধে সে দেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনে জারি থাকে যা মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই সে দেশের বাঙালির আশ্রয় হয়ে ওঠেন। বিশেষ করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে উদযাপনের মধ্য দিয়ে সে দেশের বাঙালির চেতনারও আত্মজাগরণ ঘটে, বন্ধনমুক্তির হাতছানিও মেলে। সনজিদা খাতুনের উক্ত নিবন্ধের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্য, আমরা তাঁর ঐশ্বর্যময় সৃষ্টির উত্তরাধিকারী- অনুষ্ঠান-মালার ভিতর দিয়ে এই কথাটি জোরেশোরে জানান দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে অবলম্বন করে আমরা বাঙালিত্বের পথে যাত্রী হবার শপথ নিয়েছিলাম, তিনি হয়েছিলেন পথের সাথী। সে বছরই রমনার বটবৃক্ষের ছায়ায় গড়ে ওঠে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারে অনন্য সাংস্কৃতিক সংগঠন “ছায়ানট”। তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা হিসেবে সনজিদা খাতুনের অনন্যসাধারণ ভূমিকা পরবর্তীতে তাঁকেই তার অভিভাবকের আসনে ইতিহাসনন্দিত করে অবিস্মরণীয় করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে জাতির সেবায় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে তাঁর সত্যনিষ্ঠ দায়বদ্ধতা ও নিজেকে উজাড় করা আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় এবং আজীবন সক্রিয়তা বাঙালির কাছে পরম শ্রদ্ধা ও অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করে নেয়। সনজিদা খাতুনের বহুমুখী প্রতিভার মধ্যেও তাঁর বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তারের অবিসংবাদিত ভূমিকা সে দেশের মৌলবাদী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে আরও বেশি করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই আলোর গুরুত্ব জেগে ওঠে। সেখানে পরাধীন পূর্ব বাংলা থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে সনজিদা খাতুনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শেষ বাতিস্তম্ভটি মৌলবাদীদের ধর্মীয় বিদ্বেষের তীব্র প্রভাবে ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁর প্রয়াণে আরও ভয়ার্ত অমানিশা জেগে ওঠে, আবার তার মধ্যেই তাঁর গড়ে তোলা ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির আলোর অভাববোধ আরও প্রকট মনে হয়।

সনজিদা খাতুনের নিরলস অধ্যবসায় ও সত্যনিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁর সম্ভ্রান্ত বনেদি পরিবারের অভিজাত জীবনের আলোয় অসামান্য বিভূতি ছড়িয়ে দেয়। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) ছিলেন উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথিতযশা স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি তাঁর মুক্তমনা উদার প্রকৃতিকে সজীব করে রেখেছিল। সেদিক থেকে পারিবারিক ভাবেই নয় ভাইবোনের মধ্যে সনজিদার জীবন ধর্মীয়. গোঁড়ামিমুক্ত শিক্ষাশোভন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। তাছাড়া পরিবারের মধ্যেই সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার বনেদি পরিসরে তাঁর বেড়ে ওঠা, গড়ে তোলা জীবনে তার প্রভাব স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তাঁর ভাই কাজী আনোয়ার হোসেন ছিলেন স্বনামধন্য লেখক। আবার বাবার ঘর ছেড়ে একাকী যাঁর ঘরে গিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁর ঘরেও ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত রাবীন্দ্রিক পরিসর। সনজিদার স্বামী ওয়াহিদুল হক (১৬ মার্চ ১৯৩৩-২৭ জানুয়ারি ২০০৭) সাংবাদিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতজ্ঞ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক। তাঁরা প্রায় সমবয়সী (সনজিদা তাঁর চেয়ে মাসখানেকেরও কম ছোট, জন্ম ৪ এপ্রিল) দু'জনের মনেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মুক্তির অনন্ত আকাশ। দুজনে মিলেই বাঙালি সত্তায় রবীন্দ্রনাথকে একাত্ম করতে সক্রিয় থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে কাজী মোতাহার হোসেন পূর্ব বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি সত্তার আন্দোলনে একজন নিষ্ঠাবান সক্রিয় সহযোদ্ধা ছিলেন। ভাষা আন্দোলন থেকে পাকিস্তানি সরকারের রবীন্দ্রবিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। সেক্ষেত্রে পারিবারিক ভাবেই সনজিদার মন ও মননে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের বিষয়টি সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অকুতোভয় মনোভাবের নেপথ্যে তাঁর পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ তাঁকে সামনের দিকে লক্ষ্যভেদী করে তোলায় সনজিদার স্বকীয় ভূমিকা তাতে ব্রাত্য হয়ে পড়ে না, বরং আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায়ে তা আরও বনেদি আভিজাত্য লাভ করে। বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সনজিদার বয়স উনিশ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। সেখানে পড়ার সময় সনজিদা বাংলার অধ্যাপকের রবীন্দ্র কবিতা পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তখনই তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখার জন্য মনস্থির করেন। অন্যদিকে ২১ ফেব্রুয়ারির আগেই ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন, রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তিনি। রক্তাক্ত দিনের পরের দিন ২২ ফেব্রুয়ারি চারিদিকে ভয়ার্ত পরিবেশের মধ্যে মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরই ছেড়ে যাওয়া কামরুন্নেসা স্কুলের গলিতে সভা করে বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেখানেও সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশের সেই আন্দোলনমুখর দশকেই শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁকে “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি” গানটি শোনাতে হয়েছে সনজিদাকে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তীব্র অনুরাগই তাঁকে ঢাকা কলেজে বাংলায় অনার্স করে (১৯৫৪) শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রতীর্থে গিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করায় তীব্র আগ্রহী করে তুলেছিল।

সেক্ষেত্রে বিশ্বভারতী থেকে বাংলায় এম এ (১৯৫৫) ও পরবর্তীতে রবীন্দ্রসংগীতের ভাবনার বিষয় নিয়ে পিএইচডি করা (১৯৭৮) ছিল তাঁর উত্তরণে সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সনজিদা রবীন্দ্রনাথকে যত জেনেছেন, ততই তাঁকে আপন করে যাপন করেছেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই তাঁর নিজেকে খুঁজে পাওয়াই তাঁকে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ চলায় সক্রিয় করেছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালিসত্তার ধর্মনিরপেক্ষ মানবতার উদার প্রকৃতির সবুজায়নে তাঁর জীবনব্রত বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তাঁর সেই লক্ষ্যভেদী অভিযানও শুরু হয়েছিল ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের উদযাপনের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে দেশে ফিরে গিয়ে ইডেন কলেজে সনজিদার শিক্ষকতার জীবন শুরু হয়। এদিকে সরকারের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে ১৯৬১-তে রবীন্দ্রনাথ জন্মশতবর্ষ উদযাপন করার উদ্যোগের মধ্যেই বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ জাতিসত্তার অস্তিত্ব জাহির প্রকট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় মৌলবাদী অস্তিত্বে পাকিস্তান সরকারের বাঙালির আত্মপরিচয়কে নিঃস্ব করে দিয়ে রাজত্ব করার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মনিরপেক্ষ সোনার বাংলার বাঙালির জাতীয়তাবোধের জাগরণ স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে সামিল হয়। সেখানে সনজিদার সক্রিয় ভূমিকা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তখন সরকারের রোষানল এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ অনুষ্ঠানে আতঙ্কিত পরিবেশ। এদিকে সনজিদা বিশ্বভারতী থেকে এম এ পাশ করে এসে ইডেন কলেজের শিক্ষকতা শুরু করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলার দায় অনেক। অথচ তার মধ্যেই মুক্তমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ “তাসের দেশ। নাটকের মঞ্চায়নে সময় গান করার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়ে সরকারের নজর এড়াতে তিনি মুখে রুমাল দিয়ে সে গান গেয়েছেন। ইডেন কলেজের পরবর্তীতে সনজিদা কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন ও জাতীয় অধ্যাপক হয়েও প্রতিকূলতার মধ্যেই নিজের লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন আজীবন। অন্যদিকে আয়োজন যখন প্রয়োজনে সামিল হয়, তখন আবেদন আরও গতি লাভ করে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ২৪ থেকে ২৭বৈশাখ চারদিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালনের সাফল্যের ফলে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকলে মিলে রবীন্দ্রনাথের ছায়াতেই একটি নতুন সংগঠন গড়ে ওঠে, তার নাম ছায়ানট”। তার নেপথ্যে সনজিদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই যে লক্ষ্য ছিল, তাঁকে সংগঠনটির সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার কথাতেই স্পষ্ট। সরকারি কলেজের চাকরি করায় তা নিতে না পারলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবেও গুরুদায়িত্ব সামলেছেন শেষ পর্যন্ত। অন্যদিকে ওয়াহিদুল হকের একটি স্কুল করার প্রস্তাবে সকলের চাঁদায় ১৯৬৩তে গড়ে ওঠে ছায়ানট সঙ্গীত বিদ্যায়তন। তার দায়িত্ব ভার নেন সনজিদা। বাঙালির সাংস্কৃতিক চর্চার পীঠস্থান হিসেবে “ছায়ানট”-এর ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভকরে ইতিহাস সৃষ্টি করে চলে। “ছায়ানট”কে কেন্দ্র করেই সনজিদার সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই নয়, সংস্কৃতির মাধ্যমেই তাঁর বাঙালির জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলার আয়োজনে “ছায়ানট” এর অতুলনীয় প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য সাংস্কৃতিক ঐক্যেই পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ১৯৬৭-তে আয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে সে বছরেই ১৫ এপ্রিল তথা পয়লা বৈশাখ ঢাকার রমনার বটমূলে “ছায়ানট” প্রথম নববর্ষ পালন করে। ১৯৭১ বাদে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে নববর্ষ উদযাপনের সেই ধারা অক্ষুন্ন থাকে। বাঙালির সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির পরিচয় মেলে নববর্ষ উদযাপনের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে প্রথম দিকে ছায়ানট’র পহেলা বৈশাখএর বীজ থেকেই তার মহীরূহ প্রকৃতি ১৯৮৯-এ আনন্দ শোভাযাত্রা থেকে ১৯৯৬ মঙ্গল শোভাযাত্রা'য় পরিণতি ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। অন্যদিকে ২০১৬-তে ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি লাভের নেপথ্যে সনজিদা খাতুনের ধারাবাহিক প্রয়াসই অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৯-এর ১৭ নভেম্বর অমর একুশে’র আন্তজাতিক স্বীকৃতির নেপথ্যেও তাঁর পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। আসলে সনজিদা সচেতন ভাবেই রাজনীতিকে এড়িয়ে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালির সত্তাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই তাঁর পথের সারথি। এজন্য তাঁর বাণীকে হাতিয়ার করেই তাঁর পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কলকাতা থেকে শিল্পীসাহিত্যিকে ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংঘবদ্ধ করা থেকে সঙ্গীত নাটক প্রভৃতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থীদের উজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলন থেমে থাকেনি, বরং তা আরও গতি লাভ করে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নৃশংস ভাবে খুন হলে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আগে বাঙালির বিপন্ন অস্তিত্ব ধর্মীয় মৌলবাদী চেতনায় যেভাবে হিন্দু-মুসলমানের পরিচয়ে প্রকট হয়ে উঠেছিল, স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে ওঠার পর বঙ্গবন্ধুকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার পর সেভাবেই মৌলবাদীদের ধর্মীয় ঐক্যে বাঙালির সঙ্গে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রয়াস তীব্রতা লাভ করে। বাঙালির স্বাধীন দেশেও তার ধর্মনিরপেক্ষ সত্তার পথে মৌলবাদীদের ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তার স্বাভাবিক ভাবেই শুধু বাধা হয়ে ওঠেনি, তার অস্তিত্বকেই সমূলে বিনাশে সক্রিয়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বাংলাদেশীর স্বতন্ত্র পরিচয়কে তুলে ধরার সক্রিয় উদ্যোগে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকে নস্যাৎ করার আয়োজন চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৬-এর ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লায় গিয়ে এক ভাষণে অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকায় সমাজে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেখানে বাংলাদেশের মৌলবাদীদের মদতপুষ্ট সরকারের প্রসাদধন্য বিত্তশালী সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠায় স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালি সত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তা ভালো ভাবে বুঝতে পেরে তার মোকাবিলায় প্রগতিশীল বাঙালি চেতনায় আরও বেশি স্বকীয় সত্তাকে আপন করে যাপন করার সচেতন প্রয়াস তীব্র হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে সনজিদার সাংস্কৃতিক আন্দোলন আরও বেশি সক্রিয়তা লাভ করে ও দেশময় তার বিস্তারে লক্ষ্যভেদী প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে। “ছায়ানট”-এর সাংস্কৃতিক পরিসর ক্রমশ বিভাগীয় শহর থেকে জেলা শহরে পৌঁছে যায়। ১৯৮১-তে জাতীয় সংস্কৃতির বিস্তারে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে জেলা থেকে জাতীয় স্তরে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতার জন্য জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ গড়ে ওঠে, দেশময় তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সনজিদার সাধারণ সম্পাদকের গুরু দায়িত্বে অমানুষিক পরিশ্রম করে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে ছড়িয়ে বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির বিস্তারের প্রয়াসই বলে দেয় রবীন্দ্রনাথই ছিল তাঁর আলোকদিশারি। অন্যদিকে বাঙালির সাংস্কৃতিক পরিসরকে নানাভাবে বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকা নানা শাখা প্রশাখায় সম্প্রসারিত হয়। তাঁর ব্রতচারী সমিতি, আবৃত্তির জন্য “কণ্ঠশীলন” সংগঠন তার অনন্য অবদান। সেখানে বাঙালি তার স্বাধীন দেশেও স্বকীয় সত্তায় কেন পরাধীন, তার উত্তর সন্ধানেও সনজিদা রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিয়েছেন। কেননা রবীন্দ্রনাথই তাঁর কালান্তর। প্রবন্ধ সংকলনের “সত্যের আহ্বান” প্রবন্ধে আত্মশক্তিতে দেশকে নিজের করে পাওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, “আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। সেক্ষেত্রে বাঙালির জাতিসত্তা বা তার অস্তিত্বেই আত্মশক্তির জাগরণ জরুরি। অথচ সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ধর্মীয় মৌলবাদ। সেখানে ধর্মীয় ঐক্যে মানবিক সম্পর্কই ব্যাহত হয়,তার সাংস্কৃতিক চেতনাও বিপন্ন হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কালান্তর” প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে লিখেছেন: যে-দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না,সে-দেশ হতভাগ্য। সে-দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে-বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে-দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে-দেশকে বাঁচাতে পারে। তা পারে না ভেবেই সনজিদা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে বাঙালির সেই ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিতে তার জাতিসত্তা গড়ে তোলায় আজীবন সচেষ্ট ছিলেন। সনজিদার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন: “রাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়, সাংস্কৃতিক আন্দোলনই আমার আসল কাজের ক্ষেত্র। বিশেষ করে, বাংলাদেশ বা বাঙালি সাংস্কৃতিক স্বাধিকার সংরক্ষণ আমার উপযুক্ত কাজের ক্ষেত্র। সে কাজ করতে গিয়ে বাঁধা পেলে বা তাতে তীব্র আঘাত নেমে এলে তিনি থেমে থাকেনি, বরং আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। ২০০১-এ রমনার বটমূলে নববর্ষ উদযাপনের সময় আকস্মিক ভাবে বোমাবিস্ফোরণে উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে অসংখ্য জন প্রাণ হারাণ। তাতে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় বেরিয়ে আসে আমরা ত্রস্ত তবে সন্ত্রস্ত নই”। এতে তিনি ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলায় সক্রিয় হয়ে ওঠেননি, সাধারণ মানুষের মনে না পৌঁছানোর জন্য মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় সচেষ্ট হয়েছেন। সে বছরেই তাঁর সেই অভিনব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নালন্দা’র পথচলা শুরু করে। অন্যদিকে রমনার বটমূলে ছায়ানট-এ তাঁর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়েছিল, তা তিনি আজীবন আগলে রেখেছেন। ২০০৭-এ ওয়াহিদুল হকের মৃত্যুর পর সনজিদাই সুস্থ অবস্থায় আজীবন “ছায়ানট”-এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সেক্ষেত্রে বাঙালির আত্মশক্তির জাগরণে তাঁর অনিঃশেষ পথচলার লক্ষ্যেই ছিল বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্য গড়ে তোলা। বঙ্গবন্ধু ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সনজিদা বাঙালির ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন। বাঙালির ইতিহাস তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশেও বাঙালির স্বাধীন চেতনায় সাংস্কৃতিক ঐক্যের অভাবে ধর্মীয় ঐক্যের প্রাধান্য বিস্তার করে। সেখানে মৌলবাদী শক্তি শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয় না, ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে বাঙালির সংস্কৃতিকেই ধ্বংস করায় মেতে ওঠে। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির প্রবল পরাক্রমশালী প্রতাপের বিরুদ্ধে সনজিদা খাতুনের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে তাঁর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী লড়াকু মানসিকতাই ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালির মনে অক্সিজেন জুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবনে দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র। গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার। তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁর গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি। সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম। ***সমাপ্ত***

(যৌজন্যে-দৈ :স্টেটষম্যান)

> রবীন্দ্রনাথের গানই সনজিদার জীবন দীপশিখা, চরৈবেতির অভয় মন্ত্র। গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব তা অতিদ্রুত স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ গান ছিল তাঁর মস্ত বড় হাতিয়ার। তাঁর মতো আর কেউ এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বা তার গানকে সমাজের বৃহত্তর ও মহত্ত্বর পরিসরে মানুষের সঙ্গে একাত্ম করার জীবনব্রত করতে পারেননি। সেখানে সনজিদা একমেবাদ্বিতীয়ম।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলার কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন প্রদেশ কংগ্রেস কর্মকর্তারা।

বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব পাস করল পাঞ্জাব বিধানসভা

চণ্ডীগড়, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করে সোমবার পাঞ্জাব বিধানসভায় একটি নিন্দা প্রস্তাব (সেনসার মোশন) কণ্ঠভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শেষে এবং পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান বলেন, কেন্দ্রের শাসনামলে বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় কোটি কোটি ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন ভেঙে পড়েছে। একইসঙ্গে, ন্যায়বিচারের দাবিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের জবাবে জবাবদিহির পরিবর্তে টিয়ার গ্যাস, পেলেট গান এবং পুলিশি পদক্ষেপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাঞ্জাব সরকার এই নিন্দা প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর দফতর, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে পাঠাবে। ভবিষ্যতে প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধ এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হবে।

তবে এই প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় আলোচনার সময় প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস ওয়াকআউট করে।

বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভগবন্ত মান বলেন, যারা দেশকে 'বিশ্বগুরু' করার দাবি করেন, তারাই বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রহসনে পরিণত করেছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁস, অর্থাৎ পরীক্ষার প্রশ্ন বিক্রি, লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়।

তিনি দাবি করেন, নিট পরীক্ষাকে ঘিরে ২২ জন পরীক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশে মোট ৯৩টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ৬৫টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে এবং এর অধিকাংশই বিজেপি শাসিত রাজ্য রাজস্থান, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আচরণ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে স্কুলের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের ছাত্রছাত্রীরাই প্রধানমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগ করাতে বাধ্য করেছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে টিয়ার গ্যাস, অতিরিক্ত পুলিশি বলপ্রয়োগ এবং পেলেট গান ব্যবহারের মতো পদক্ষেপ অত্যন্ত নিন্দনীয়।

পেলেট গান প্রসঙ্গে ভগবন্ত মান বলেন, বিশ্বের বহু দেশে পেলেট গান নিষিদ্ধ হলেও কেন্দ্র সরকার নিরীহ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করেছে। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার বদলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীকেও কাজে লাগানো হচ্ছে, যা গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রতিফলন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের তদন্ত নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, প্রতিবারই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু কারও শাস্তি হয় না। এটি কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে। এখনো প্রধানমন্ত্রী বলছেন, বিষয়টি ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে নিষ্পত্তি হবে। অর্থাৎ প্রশ্নপত্র ফাঁস চলতেই থাকবে, আর পরে শুধু মামলার বিচার হবে।

কর্নাটকে ডি.কে. শিবকুমারের মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ, শপথ নিলেন ১৯ নতুন মন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ৩ আগস্ট (আইএএনএস) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমারের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার সোমবার রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করল। বেঙ্গালুরুর লোক ভবনের গ্লাস হাউসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৯ জন বিধায়ক মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

যদিও কংগ্রেসের বিধান পরিষদ সদস্য (এমএলসি) গায়ত্রী শান্তেগৌড়ার নাম ঘোষিত মন্ত্রীদের তালিকায় ছিল, তিনি শপথ নেননি। দলীয় সূত্রের দাবি, মন্ত্রিসভা রদবদলকে ঘিরে তীব্র বিরোধিতা ও অসন্তোষের জেরে আপাতত তাঁর জন্য নির্ধারিত মন্ত্রিত্বের আসন খালি রাখা হয়েছে।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শুরু হয় 'বন্দে মাতরম' পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর জাতীয় সঙ্গীত এবং রাজ্য সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে পুনরায় 'বন্দে মাতরম', জাতীয় সঙ্গীত ও রাজ্য সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট নতুন মন্ত্রীদের পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী জি. পরমেশ্বরা-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সিদ্ধারামাইয়া অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন।

নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন. ধর্ম সিংয়ের পুত্র এবং তিনবারের বিধায়ক অজয় সিং, মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী এইচ.সি. বালাকৃষ্ণ, প্রথমবারের বিধায়ক কে.এস. বসবন্তাপ্পা, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা বসবরাজা রায়ারেড্ডি, প্রাক্তন মন্ত্রী এন. চেলুভারায়স্বামী, লক্ষ্মণ সাভাদি, মধু বাঙ্গারাপ্পা, এস.এস. মল্লিকার্জুন, বি. নাগেন্দ্র, পি.এম. নরেন্দ্রস্বামী, সি. পুত্তারঙ্গশেট্টি, টি. রঘু মূর্তি, রিজওয়ান আরশাদ, রুদ্রাপ্পা লামানি, সন্তোষ লাড, কে.এম. শিবালিঙ্গে গৌড়া, শিবরাজ তাঙ্গাডগি, বিজয়ানন্দ কাশাপ্পানাভার এবং বি.জেড. জামির আহমেদ খান।

শপথগ্রহণের সময় বিভিন্ন মন্ত্রী নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত আদর্শ অনুসারে ঈশ্বর, আল্লাহ, ড. বি.আর. আম্বেদকর, জগজ্যোতি বাসবেশ্বর, বুদ্ধ, বসব বা পরিবারের সদস্যদের নামে শপথ নেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, রিজওয়ান আরশাদ, লক্ষ্মণ সাভাদি, মধু বাঙ্গারাপ্পা, সন্তোষ লাড, বি.জেড. জামির আহমেদ খান-সহ একাধিক অভিজ্ঞ নেতা এই সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। তাঁদের অনেকেই অতীতে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯ জন নতুন মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কংগ্রেস সরকার দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর মন্ত্রিসভার আকার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াল। তবে অভ্যন্তরীণ মতভেদের কারণে একটি মন্ত্রিত্বের পদ এখনও শূন্য রাখা হয়েছে। নতুন মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টনের ঘোষণা শীঘ্রই করা হবে বলে জানা গেছে।

অবিরাম বৃষ্টিতে উদ্বেগ বাড়ছে কেরলে, জরুরি বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ভি.ডি. সাথীশনের; সতর্কতায় গোটা রাজ্য

তিরুবনন্তপুরম, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): টানা ভারী বৃষ্টিতে কেরলের বিভিন্ন জেলায় বন্যা, ভূমিধস, জলাবদ্ধতা ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিস্থিতির মধ্যে সোমবার জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী ভি.ডি. সাথীশন। ২০১৮ সালের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি ফের উসকে দিয়ে রাজ্যজুড়ে উদ্বেগ বাড়তে থাকায় জেলা শাসক, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্বমন্ত্রী, বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং মুখ্যসচিবকে নিয়ে অনলাইনে উচ্চপর্যায়ের এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

বৈঠকে জেলার সামগ্রিক পরিস্থিতি, ত্রাণশিবিরের পরিচালনা, উদ্ধারকাজ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় গৃহীত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। আবহাওয়ার অনিশ্চিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থা আরও জোরদারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সোমবার কেরলের সবকটি ১৪ জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। আইএমডির মতে, দক্ষিণ গুজরাট উপকূল থেকে উত্তর কেরল উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত একটি উপকূলীয় ট্রাফের প্রভাবে এই বৃষ্টিপাত হচ্ছে। উত্তর কেরলের কিছু এলাকায় বৃষ্টি কিছুটা কমলেও ৫ আগস্ট থেকে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

প্রবল বর্ষণে পাম্বা নদীর জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে। এর জেরে পাথানামথিট্টা জেলার রান্নি ও কোঝেনচেরি তালুকে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি হয়েছে মুঝিয়ার বাঁধকে ঘিরে। জলাধারের জলস্তর ১৯০ মিটারে পৌঁছে ''রেড অ্যালার্ট'' স্তরে রয়েছে। জলস্তর পূর্ণ ধারণক্ষমতা ১৯২.৬৩ মিটারে পৌঁছালে বাঁধের গেট খুলে কাক্কাট্টার নদীতে জল ছাড়া হবে, যার ফলে নিম্নাঞ্চলে বন্যার আশঙ্কা আরও বাড়তে পারে। কাক্কাট্টার ও পাম্বা নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার এবং নদীতে না নামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ওয়েনাড়ে বৃষ্টি সাময়িকভাবে কমলেও মালাপ্পুরমে এখনও দফায় দফায় বৃষ্টি চলছে। থামারাসেরি ঘাট পাস ও একাধিক পর্যটনকেন্দ্রে নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। কোঝিকোড় শহরেও বৃষ্টি কিছুটা কমলেও জলাবদ্ধতার সমস্যা অব্যাহত।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে এখন পর্যন্ত ৭,৬৭৪ জনকে সরিয়ে ২৭৩টি ত্রাণশিবিরে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পাথানামথিট্টায় ৭৫টি, কোট্টায়ামে ৬৪টি এবং কোঝিকোড়ে ৩৬টি ত্রাণশিবির চালু রয়েছে। যদিও কয়েকটি শিবিরে পর্যাপ্ত মৌলিক পরিষেবা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার অভিযোগ উঠেছে।

এ পর্যন্ত ৩০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং ২৯৩টি বাড়ি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১। একাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় এখনও উদ্ধার অভিযান চলছে।

উত্তাল সমুদ্রের কারণে কেরল উপকূলে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

পাশাপাশি সব ধরনের জলভিত্তিক পর্যটন ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা আপাতত ২০১৮ সালের মতো ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা না করলেও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতে, ভারী বৃষ্টিতে স্যাচুরেটেড জলাধার এলাকা, নদীর ক্রমবর্ধমান জলস্তর এবং আগামী কয়েক দিনের পূর্বাভাসের কারণে আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে রাজ্য প্রশাসন।

CORRIGENDUM

In reference to PNIeT No.06/EE/Agri/N/2026-27 circulated vide office. no.F.8(01)-Agri/Engg/N/2026-27/443-46, dated: 07/07/2026 under which DNIeT No.13/EE/AGRI/NORTH/2026-27 has been cancelled due to administrative reason.

ICA/C-1430/26

(Er Sudhir Chandra Das)
Executive Engineer (North)
Deptt. of Agriculture & F.W.
Dharmanagar, North Tripura

PRESS PUBLCATION OF TENDER NOTICE

Sealed cover tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura commercial bid & technical bid separately from the bonafide Suppliers/ firms/Agencies for doing installation of GPS tracker & periodical recharge

A copy of tender notice as well as terms & condition and name of article may be obtained from the office of the under signed from 05-08-2026 to 20-08-2026 in any working day during office hours up to 1600 Hrs. The closing time/ date of tender is at 1600 Hrs on 21-08-2026 and may be opened on the same day, if Possible.

ICA/C-1448/26

Superintendent of Police
North Tripura Dharmanagar

P'NIET No. 144-147/EE/DWS/BLG/2026-27 dated 30/07/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh Sepahijala District, Tripura on behalf of the "Governor of Tripura" invites online percentage rate e-tender in single bid system from eligible bidders up to 15.00 hrs. 06/08/2026 for Construction of CC platform, GI post in/c necessary fitting attached with DTW and SBDTW under Jampuijala Block (Gr.I to IV). For details please visit https:// tripuratenders .gov.in or contact with at the O/O the Executive Engineer, DWS Division, Bishalgarh for clarifications. if any.

ICA/C-1442/26

Executive Engineer
DWS Division, Bishalgarh

Email address:- eedwsdkgt@gmail.com

PNIC-T No.05/EE/DWS/KD/2026-27 Dt. 31/07/2026

(1) DNIe-T No_23/EE/DWS/KD/2026-27
(2) DNIe-T No 24/EE/DWS/KD/2026-27
(3) DNIe-T No 25/EE/DWS/KD/2026-27

Period of downloading of biding documents at :- 03/08/2026 to 11/08/2026
Deadline for online Bidding - 11/08/2026 up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid - 11/08/2026 up to 15.30 Hours
Place of opening of Bid(s) :- O/O the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit:- www.tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-1438/26

Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura.

সন্ধান চাই

Ref. GB Top GD Entry No. 19 Dated 31.07.2026

পাশের ছবিটি শ্রী কৃষ্ণধন দাস, পিতা-মৃত ভজন দাস, সাং-মধুপুর, থানা-মধুপুর, সিপাহীজলা ত্রিপুরা। বয়স ৬০ বছর, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং কালো এবং পরনে ছিল কালো রঙের প্যান্ট। গত ৩০-০৭-২০২৬ইং সকাল ১০টার সময় কাউকে কিছু না বলে জিবি হাসপাতাল থেকে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। উপরে উল্লেখিত শ্রী কৃষ্ণধন দাস সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (প: ত্রিপুরা)-০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল —৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) জিবি ফাঁড়ি থানা—০৩৮১-২৩৫৫০৯৫

ICA/D-701/26

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

লোকসভায় ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল পেশ, হট্টগোলে মুলতবি অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের তৃতীয় সপ্তাহের শুরুতেই সোমবার লোকসভায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করল কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬ পেশ করেন। অন্যদিকে, পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী রাও ইন্দরজিৎ সিং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল, ২০২৬ লোকসভায় উপস্থাপন করেন।

কেন্দ্রের দাবি, ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স বিল, ২০২৬-এর মাধ্যমে ১৮৯১ সালের ঔপনিবেশিক যুগের ব্যাঙ্কার্স বুকস এভিডেন্স আইন-এর পরিবর্তে আধুনিক ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন আইন আনা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য আদালতে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নথি প্রমাণ হিসেবে ব্যবহারের বিধান বজায় রাখা, একইসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া থেকে ব্যাঙ্কগুলিকে সুরক্ষা দেওয়া এবং বিচারিক তদারকি আরও কার্যকর করা। এদিকে, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট বিল, ২০২৬-এ ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানকে (আইএসআই) একটি কর্পোরেট সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করা, শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন এবং পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রপতি আইএসআই-এর 'ভিজিটর' হিসেবে থাকবেন। পাশাপাশি একটি বোর্ড অব গভর্নর্স গঠন করা হবে, যা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নীতিনির্ধারণী ও নির্বাহী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন হবেন শিক্ষা, শিল্প, জননীতি বা পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি।

এদিনের কার্যসূচিতে ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের অতিরিক্ত অনুদানের দাবির বিবৃতিও লোকসভায় পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তবে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ এবং রামমন্দিরের অনুদান সংক্রান্ত কথিত অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করা সম্ভব হয়নি। হট্টগোলের কারণে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতন রাম মাঁঝি মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট (সংশোধনী) বিল, ২০২৬ বিবেচনা ও পাসের জন্য পেশ করার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দুই সপ্তাহেও নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস, যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা এবং রামমন্দিরের অনুদান সংক্রান্ত অভিযোগকে কেন্দ্র করে সরকার ও বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডা এবং বারবার অধিবেশন মুলতবির ঘটনা ঘটেছে।

মালদায় বাংলাদেশে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারচক্রের পর্দাফাঁস, ওষুধ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার ২.৪০ কোটি টাকা

কলকাতা, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় বাংলাদেশে নিষিদ্ধ কফ সিরাপ পাচারচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ, সোনা এবং বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রবিবার গভীর রাত থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানে এক ওষুধ ব্যবসায়ীর ভাড়া নেওয়া বাড়ি থেকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৮০ টাকা নগদ, প্রায় ২০ গ্রাম সোনা এবং একটি ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার মঙ্গলহাট এলাকার একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। বিপুল পরিমাণ টাকা গোনার জন্য তিনটি কারেন্সি কাউন্টিং মেশিন ব্যবহার করতে হয়। উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২.৮০ লক্ষ টাকা।

একই সময়ে মালদা পুলিশের আরেকটি দল জেলার খাইহাট্টা এলাকায় অভিযান চালিয়ে সোমবার ভোর ৪টা পর্যন্ত তল্লাশি চালায়। সেখানে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা ৯,০০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনায় পিন্টু সরকার, গোপাল চাকি এবং সুশান্ত হালদার নামে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার মালদা জেলা আদালতে তোলা হবে এবং পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।

যে বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও সোনা উদ্ধার হয়েছে, সেটির মালিক দিলীপ সাহা। তবে দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে থাকতেন পেশায় ওষুধ ব্যবসায়ী পিন্টু সরকার। পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মেহেন্দিপাড়া এলাকায় বাংলাদেশে পাচারের আগে প্রায় ১,৫০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছিল। সেই ঘটনার তদন্তে নতুন সূত্র মিলতেই মালদায় এই অভিযান চালানো হয়।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই বীরভূম জেলায় মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং প্রায় ২২ কোটি টাকা মূল্যের ১৫ কিলোগ্রাম সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছিল জেলা পুলিশ। ওই ঘটনায় পলাতক পাথর খাদান ব্যবসায়ী তুলু মণ্ডল ওরফে মহম্মদ নাজিবুদ্দিনের নাম উঠে আসে। গরু পাচার মামলায়ও তাঁর নাম জড়িয়েছিল এবং ২০২২ সালে প্রয়োগকারী সংস্থা (ইডি) তাঁর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিল।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আমের অদ্ভুত কিছু নাম

ফলের রাজা আম! শুধু সুস্বাদু নয়, আমে রয়েছে পুষ্টিগুণও! আমে ভরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। বর্তমানে আমের মরশুম প্রায় শেষের দিকে। তবে এই ফল খাওয়ার লোভ ফলের রাজা আম! শুধু সুস্বাদু নয়, আমে রয়েছে পুষ্টিগুণও! আমে ভরা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। বর্তমানে আমের মরশুম প্রায় শেষের দিকে। তবে এই ফল খাওয়ার লোভ সামলানো বেজায় কঠিন। আমে রয়েছে ভিটামিন এবং খনিজও। আম খেলে যেমন শরীর ভাল থাকে তেমন ত্বকও ভাল থাকে। আমের মরশুমের শুরুর দিকের বহু আমই এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বাঙালির প্রিয় আম! যে আম ই পাচ্ছেন, সেটাই খাচ্ছেন। একটু বেশিও খাচ্ছেন হয়ত। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ল্যাংড়া, চৌসা, বোম্বাই, আম্রপালি, ইত্যাদি। গোটা দেশ জুড়ে একশোরও বেশি ধরণের আম পাওয়া যায়। বহু উৎকৃষ্ট আমের নাম শুনলেই অবাক হতে হয়। আজ বিশ্ব আম দিবস। জেনে নিন ৬ টি আমের নাম, যা শুনলে অদ্ভুত লাগে। ভারতে পাওয়া শত শত আমের জাতের মধ্যে, কিছু জাতের নাম আলাদা করে তুলেছে তাদের অদ্ভুত নাম, যার প্রতিটিরই একটি মনোরম গল্প রয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই এগুলো শুনেছেন, এমনকি চেষ্টা করে দেখেছেন, কিন্তু প্রায়শই ভাবছেন কেন এই অবাক করা নাম?!

১. তোতাপুরি - দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে সাধারণ আমগুলির মধ্যে একটি। তোতাপুরি --- এই নামকরণ করা হয়েছে এর ঠোঁটের মতো ডগা থেকে। তোতা মানে টিয়া বা তোতা পাখি এবং পুরি মানে আকৃতি, তাই "তোতাপাখির আকৃতি"। এর টক স্বাদ এটিকে মিষ্টান্নের চেয়ে আচার এবং রসের জন্য আদর্শ করে তোলে।

২. ল্যাংড়া - বারাণসীর ল্যাংড়া আমের একটি ইতিহাস রয়েছে। লোককথা অনুসারে, একজন কৃষক যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন (হিন্দিতে ল্যাংড়া মানে 'খোঁড়া') তার বাড়ির উঠোনে এই জাতের আম রোপণ করেছিলেন। আমটি জনপ্রিয় হয়ে উঠলে, স্থানীয়রা এটিকে কেবল ল্যাংড়া ওয়ালা আম (খোঁড়া মানুষের আম) বলে ডাকতে থাকে এবং নামটিই থেকে যায়। দুর্ভাগ্যজনক নামটি শোনালেও, ল্যাংড়া তার পাতলা খোসা এবং অনন্য টক স্বাদের জন্য মূল্যবান।

৩. সিন্ধ্রি - পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষ রফতানি পণ্য সিন্ধ্রি, সিন্ধু প্রদেশের। যদিও নামটি নিজেই অদ্ভুত নয়, এর পেছনের গল্পটি আকর্ষণীয়। মূলত মিরপুর খাসের কাছে সিন্ধ্রি গ্রামে জন্মানো, এটি আঞ্চলিক পরিচয়ের এতটাই সমার্থক হয়ে ওঠে যে স্থানীয়রা এটিকে আমের রানী বলে ডাকে। এর সোনালী রঙ এবং মধুর মতো মিষ্টি এটিকে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি এনে দেয়। **৪. আলফোনসো** - ভারতের একজন পর্তুগিজ জেনারেল এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসক আফনসো ডি আলবুকার্কের নামানুসারে নামকরণ করা, আলফোনসো আমকে বিশ্বের সেরা আমগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পর্তুগিজ উদ্যানতত্ত্ববিদরা গ্রাফটিং কৌশল চালু করেছিলেন বলে মনে করা হয় যা এই উন্নত জাতের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, স্থানীয় নাম আফস আলফোনসোতে রূপান্তরিত হয়, যা এর ঔপনিবেশিক উৎপত্তিকে চিহ্নিত করে।

৫. দশেরী - আঠারো শতকে লক্ষ্ণৌর কাছে দশেরি নামক একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে দশেরীর উৎপত্তি। স্থানীয়রা দাবি করেন যে মাতৃগাছটি আজও বিদ্যমান। লক্ষ্ণৌর নবাব এর সুগন্ধ এবং স্বাদে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি রাজকীয় বাগানে এর চাষ শুরু করেছিলেন। নামটি এর শিকড়ের সরলতা বহন করে, ফলের জন্মস্থানের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। **৬. ইমাম পাসান্দ** - একটি বিরল রত্ন, ইমাম পাসান্দ (যার অর্থ "ইমামের প্রিয়") রহস্যের আবহ বহন করে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে এটির নামকরণ করা হয়েছিল একজন রাজকীয় ইমামের নামে যিনি এই জাতটি পছন্দ করতেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে "পাসান্দ" (যার অর্থ পছন্দ) তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্র প্রদেশের রাজপরিবারের সদস্যদের একচেটিয়া ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। এর বিশাল আকার এবং জটিল স্বাদ এটিকে আমপ্রেমীদের কাছে একটি গোপন রহস্য হিসেবে ধরে রেখেছে।

চিয়া সিড সম্পর্কে দশটি তথ্য

স্বাস্থ্য সচেতনদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় চিয়া বীজ। উপকারী এই বীজে ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। নিয়মিত চিয়া বীজ খেলে হজম ভালো হয়, কোলেস্টেরল ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং সর্বোপরি ভালো থাকে হার্টের স্বাস্থ্য। সুপারফুড হিসেবে জনপ্রিয় চিয়া বীজ আমাদের পানিশূন্যতা রোধ করে। ফাইবারে পরিপূর্ণ ছোট্ট এই বীজ প্রদান করে প্রোটিনও। তবে চিয়া বীজ স্বাস্থ্যের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাবও ফেলতে পারে। বিশেষ করে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া হলে। জেনে নিন চিয়া বীজ সম্পর্কে ১০ তথ্য।

১. হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের একটি রিপোর্ট বলছে, প্রতিদিন ২৮ গ্রাম অথবা ২ থেকে ৩ টেবিল চামচ চিয়া সিড খাওয়া যেতে পারে। সুস্থ থাকতে এটি নানাভাবে আপনাকে সাহায্য করবে। ইউএসডিএ ন্যাশনাল নিউট্রিয়েন্ট ডাটাবেস অনুসারে, এক আউন্স (প্রায় দুই টেবিল চামচ) চিয়া বীজে রয়েছে ১০ গ্রাম ফাইবার, ৪ গ্রাম প্রোটিন, ৯ গ্রাম স্বাস্থ্যকর চর্বি, দৈনন্দিন চাহিদার ১৮ শতাংশ ক্যালসিয়াম, ৩০ শতাংশ ম্যাগনেসিয়াম ও ২৭ শতাংশ ফসফরাস।

২. আমেরিকান ডায়েটিক অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১২ সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন পরিমাণ মতো চিয়া বীজ খেলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসসহ অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূল প্রাপ্তবয়স্কদের কার্ডিওভাসকুলার ঝুঁকি কমে। ইউরোপীয় জার্নাল অব ক্লিনিকাল নিউট্রিশনে প্রকাশিত আরেকটি গবেষণায় বলছে, চিয়া বীজ উচ্চ রক্তচাপযুক্ত ব্যক্তিদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৩. চিয়া সিডের পুষ্টিগুণ পেতে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখাই যথেষ্ট। ১ টেবিল চামচ চিয়া বীজ ৩ টেবিল চামচ দুধ বা জলেতে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই এগুলো পর্যাপ্ত তরল শোষণ করে নেবে। স্মুদি, দই বা ওটসের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন এই চিয়া বীজ। তবে শুধু চিয়া- জল না খেয়ে অন্য কোনও রেসিপিতে চিয়া বীজ যোগ করতে চাইলে ঘণ্টা দুয়েক ভিজিয়ে রাখুন। আধা ঘন্টা থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত চিয়া সিড ভিজিয়ে রাখলে এটি আরও বেশি পানি শোষণ করে আরও নরম হবে। চিয়া-পুডিং বা এ ধরনের ঘন কিছু বানিয়ে খেতে চাইলে এই নরম বীজই আদর্শ।

৪. সকালে খালি পেটে চিয়া বীজ ভেজানো পানি খেতে পারেন। এতে মেটাবোলিজম বাড়বে এবং দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকবে।

৫. রাতের খাবার শেষে চিয়া সিড খেলে হজমের সমস্যা দূর হয়। অ্যাসিডিটিও নিয়ন্ত্রণ করে এটি।

৬. চিয়া বীজ আমাদের ভেতর থেকে হাইড্রেট করে। ভেজা চিয়া বীজ জলেতে তাদের ওজনের ১০-১২ গুণ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। ভিজে তারা একটি জেল তৈরি করে যা ধীরে ধীরে শরীরে আর্দ্রতা ছেড়ে দেয়। এই কারণেই ক্রীড়াবিদরা ওয়ার্কআউটের আগে চিয়া পানীয়তে চুমুক দেন। এটি হাইড্রেশন এবং ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

৭. প্রোটিনের চমৎকার উৎস চিয়া বীজ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ এই বীজ শরীরের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং প্রদাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। চিয়া বীজ ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস সমৃদ্ধ, যা হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮. চিয়া বীজ ক্যালোরি সমৃদ্ধ। ফলে চিয়া বীজের জল পান করলে ক্যালোরি গ্রহণ করা হয়। যদি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হয় বা যদি অন্যান্য ক্যালোরিযুক্ত খাবার বা পানীয়গুলোতে চিয়া বীজ যোগ করা হয়, তবে ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ বেড়ে যায়। অত্যধিক ক্যালোরি গ্রহণ এড়াতে এটি পরিমিত খাওয়া জরুরি।

৯. চিয়া বীজে নয়টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে।

১০. চিয়া সিড খাওয়ার ব্যাপারে কিছু সাবধানতাও মেনে চলতে হবে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিয়া সিড খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে। চিয়া বীজ তাদের ওজনের ১২ গুণ পানি শোষণ করতে পারে। ফলে এগুলো পেটে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়। এটি প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হলে পেট ফাঁপতে পারে বা পেটে ব্যথা হতে পারে।

চুল নরম ও সিল্কি করার দশটি ঘরোয়া প্যাক

শুষ্ক ও রুক্ষ চুল যেমন প্রাণহীন দেখায়, তেমনি ভেঙে যায় ও ঝরেও পড়ে দ্রুত। চুলের রুক্ষতা দূর করতে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের পাশাপাশি মনোযোগ দিতে পারেন ঘরোয়া যত্নের উপরেও। জেনে নিন চুলের রুক্ষতা দূর করতে কোন কোন হেয়ার প্যাক ব্যবহার করবেন। ১. সমপরিমাণ আমন্ড অয়েল, অলিভ অয়েল, জোজোবা অয়েল ও নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে কুসুম গরম করে নিন। তেলের মিশ্রণ চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত লাগিয়ে তোয়ালে জড়িয়ে রাখুন। ৩০ মিনিট পর মাইল্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করে ধুয়ে ফেলুন। ২.২ চা চামচ মেথি সারারাত ভিজিয়ে রাখুন পানিতে। পরদিন বেটে সামান্য লেবুর রস মিশিয়ে চুলে লাগান। আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। শেষে রিঠা ভেজানো পানিতে চুল ধুয়ে নিন। ৩.ডিমের কুসুমের সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে চুলে লাগান। আধা ঘণ্টা পর ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৪.দুটি ডিম ফেটিয়ে নিন। এর সঙ্গে মেশান এক টেবিল চামচ মধু ও ২ টেবিল চামচ টক দই। প্যাকটি ভালো করে চুলে লাগান। ২০ মিনিট পর চুল ধুয়ে ফেলুন। ৫.সমপরিমাণ মেয়োনিজ ও দই মিশিয়ে নিন। মিশ্রণে একটি ডিম ফেটিয়ে মেশান। চুলে লাগিয়ে রাখুন ৪০ মিনিটের জন্য। এরপর মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ৬.অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে টক দই ও সামান্য রোজমেরি অয়েল মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি চুলে ২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন শ্যাম্পু দিয়ে। ৭. এক কাপ নারকেল দুধের সঙ্গে ৩ টেবিল চামচ বেসন মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। এই প্যাক ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য চুলে লাগিয়ে রাখুন। এরপর ধুয়ে ফেলুন শ্যাম্পু দিয়ে। ৮. একটি পাকা কলা চটকে ২ টেবিল চামচ মধু ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন চুল। ৯. ডিম ও অলিভ অয়েল দিয়ে বানিয়ে ফেলুন প্যাক। এজন্য একটি পাত্রে ডিম ভেঙে নিন। এর মধ্যে দিয়ে দিন ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল। ভালো করে ফেটিয়ে চুলে লাগান। চুলের গোড়াতেও লাগাবেন। শাওয়ার ক্যাপ পরে নিন। আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ডিমের আঁশটে গন্ধ দূর করতে এক মগ পানিতে কয়েক ফোঁটা আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। ১০. দুই টেবিল চামচ আমলকীর গুঁড়ার সঙ্গে পরিমাণ মতো লেবুর রস মিশিয়ে চুলে লাগান। ১০ মিনিট চুলে লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার শরীরে ঘটতে পারে চমকে দেওয়া পরিবর্তন

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, সংক্ষেপে এ.সি.ভি. ঘরোয়া চিকিৎসার অন্যতম জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবেও

অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, সংক্ষেপে এ.সি.ভি., ঘরোয়া চিকিৎসার অন্যতম জনপ্রিয় উপাদান হিসেবে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের নানা সমস্যার প্রাকৃতিক সমাধান হিসেবেও

ব্যবহৃত এই ভিনিগার নিয়মিত গ্রহণ করলে শরীরের নানা উপকার হতে পারে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস জলেতে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার মিশিয়ে খেলে আদৌ কী পরিবর্তন আসে শরীরে ?

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন

নিচে এক মাস ধরে নিয়মিত এ সি ভি জল খেলে যেসব শারীরিক পরিবর্তন দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল-

১. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়

বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার শরীরের ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাতে সহায়তা করে, যার ফলে টাইপ ২ ডায়াবেটিস আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এমনকি যাঁরা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নন, তাঁদের ক্ষেত্রেও এ সি ভি রক্তে সুগারের মাত্রা স্বাভাবিক রাখেযা বার্ধক্য ও বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমায়।

এছাড়া, গবেষণায় দেখা গেছে, এ সি ভি রক্তে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস হ্রাস করেবিশেষত যাঁরা ডায়াবেটিস বা ডিসলিপিডেমিয়ায় (চর্বিজনিত সমস্যা) ভুগছেন।

২. ওজন কমাতে সাহায্য করে

রোজ সকালে হালকা গরম জলে অ্যাপেল সিডার ভিনিগার খেলে ওজন কমার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ সি ভি খাওয়ার পর দীর্ঘ সময় পেট ভরা ভাব থাকে, যার ফলে অতিরিক্ত খাওয়া কমে যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি খাওয়ার পর ১২০ মিনিট পর্যন্ত ক্ষুধা দমন করে এবং পরবর্তী ৩ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত অতিরিক্ত স্ন্যাক্স খাওয়ার প্রবণতাও কমিয়ে দেয়।

৩. হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে

বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হৃদরোগ। এ সি ভি খাওয়ার ফলে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, এবং মোট কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমে যেতে পারে, এবং ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়তে পারে, যা হৃদযন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক। ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন ৪. ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে প্রাকৃতিক অ্যাসিড হিসেবে এ সি ভি শুষ্ক ত্বক, একজিমার মতো সমস্যায় কার্যকর হতে পারে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে এটি শরীরের অভ্যন্তর থেকে ত্বকের পিএইচ ব্যালান্স ঠিক রাখতে সাহায্য করে এবং স্কিন ব্যারিয়ার মজবুত করে। তবে যাঁদের ত্বকে ইতিমধ্যেই ক্ষত আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার না করাই ভালো। ৫. ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংসে কার্যকর এ সি ভি বহুদিন ধরেই প্রাকৃতিক জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিছু নির্দিষ্ট জীবাণু যেমন E. coli প্রতিরোধেও এটি কার্যকর। এটি অনেকেই ব্যবহার করেন পায়ের নখের ফাঙ্গাস, উকুন, কানের ইনফেকশন এবং আঁচিল নিরাময়ে। এমনকি খাবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে কার্যকর। কীভাবে খাবেন এবং কোন মাত্রায় খাবেন? বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যাপেল সিডার ভিনিগার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল রান্নার মধ্যে ব্যবহার করা। যেমন: সালাড ড্রেসিং বা ঘরে তৈরি মেয়োনেজে মেশানো। সরাসরি খাওয়ার জন্য ১-২ চা চামচ ভিনিগার একটি বড় গ্লাস জলে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে।

ভিটামিন ও সাপ্লিমেন্ট কিনুন তবে সতর্কতা জরুরি, অতিরিক্ত এ সি ভি গ্রহণ করলে দাঁতের এনামেল ক্ষয়, পাকস্থলীর জ্বালা বা ওষুধের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাকশনের সম্ভাবনা থাকে। তাই শুরুতে কম মাত্রা থেকে শুরু করাই শ্রেয়। অ্যাপেল সিডার ভিনিগার কোনও ম্যাজিক নয়, তবে একটি সুস্থ অভ্যাসে পরিণত করলে এটি স্বাস্থ্যকে বহুমাত্রিক ভাবে উপকৃত করতে পারে। তবে প্রতিটি শরীরের চাহিদা আলাদা। তাই নিয়মিত গ্রহণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

একটানা বৃষ্টিতে নানা ধরনের বিড়ম্বনা বাড়ে

বর্ষা মানেই দিনভর বৃষ্টি। একটানা বৃষ্টিতে নানা ধরনের বিড়ম্বনা বাড়ে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় চিনি বা লবণ জমাট বেধে যাওয়া, বিস্কুট দ্রুত নরম হয়ে যাওয়া বা আটা বা চালে পোকা হওয়ার পাশাপাশি মশা বেড়ে যাওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনই কিছু বিড়ম্বনার সমাধান জেনে নিন। শুকনো পার্সলে পাতা লবণ ও চিনিকে ভিজে যাওয়া থেকে রোধ করতে পারে। লবণদানিতে লবণ রাখার আগে একেবারে তলায় খানিকটা (পাত্রের চার ভাগের এক ভাগ) শুকনো পার্সলে পাতা রেখে দিন। রান্নাঘরের পোকামাকড় দূর করতে প্রতিদিন ভালো করে পরিষ্কার করুন ও সপ্তাহে একদিন কীটনাশক ব্যবহার করুন। ভেজা আবহাওয়ায় চাল বা বিভিন্ন শস্যের পোকা দূর করতে কয়েকটি শুকনা মরিচ, লবঙ্গ বা তেজপাতা ফেলে দিন বয়ামের ভেতরে। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় দেয়াল থেকে খসে পড়তে শুরু করে চুনকাম। আলমারিতে রাখা পোশাকে ফাঙ্গাস দেখা দেয়। ঘরের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে দরজা জানালা খোলা রাখবেন। লবণ এবং চিনির বয়ামে ব্লটিং পেপারের টুকরো রেখে দিতে পারে। আর গলে যাবে না এগুলো। দিনের পর দিন সূর্যের দেখা না মেলার কারণে ভেজা কাপড় সহজে শুকানো সম্ভব হয় না। এতে দুর্গন্ধময় ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে পড়ে পোশাক। এই পরিস্থিতি সামলাতে কাপড় ধোয়ার পর খুব ভালো করে জল ঝরিয়ে নিন। স্টিম আয়রন, হেয়ার ড্রায়ার কিংবা ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে কাপড় শুকাতে পারেন। বর্ষার একটা সাধারণ সমস্যা হচ্ছে পোশাকে তিলা পড়ে যাওয়া। সাদা সুতি পোশাকে কালো তিলা পড়ে যায় দ্রুত। এ থেকে মুক্তি পেতে সুতি পোশাক বৃষ্টিতে ভিজলে দ্রুত ধুয়ে ফেলতে হবে তিলা পড়ে গেলে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে নিন। কালো দাগ চলে যাবে। বর্ষাকালে পিঁপড়ার আনাগোনা বেড়ে যায়। পিঁপড়া দূর করার জন্য লেবুর রস, দারুচিনি গুঁড়া এবং পুদিনা পাতার গুঁড়া দিয়ে একটা মিশ্রন বানিয়ে ফেলুন। এটি পিঁপড়ার বাসার আশেপাশে ছড়িয়ে দিন। দূর হবে পিঁপড়া। বর্ষায় জামাকাপড় ধোয়ার সময় ব্যবহার করতে পারেন ভিনেগার। বড় একটি বালতির জলেতে ১ কাপ সাদা ভিনেগার সিয়ে পোশাক কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। ভিনেগার পোশাকের সাদা দাগ এবং গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে।

সুস্বাদু ছোলার ডালের হালুয়া

অনেক তো খেয়েছেন, ছোলার ডাল, ছোলার ডালের বড়া। এবার বানিয়ে নিন ছোলার ডালের হালুয়া। সুস্বাদু এই খাবার মুখে নিলেই যেন স্বাদের বাহার। তাই চটপট বানিয়ে অনেক তো খেয়েছেন, ছোলার ডাল, ছোলার ডালের বড়া। এবার বানিয়ে নিন ছোলার ডালের হালুয়া। সুস্বাদু এই খাবার মুখে নিলেই যেন স্বাদের বাহার। তাই চটপট বানিয়ে নিন এই মুখরোচক হালুয়া। এই রেসিপিটি বানাতে আপনার প্রয়োজন বেশ কয়েকটি উপকরণ। তা হল, ১১/২কাপ ছোলার ডাল, ১/২কাপ মুগের ডাল, ১/২ কাপ ঘি ১১/৪ কাপ চিনি গুড়ো, ১কাপ দুধ, ৪ চা চামচ গুড়ো দুধ(অপশনাল), ১/৪কাপ কাজু ও চিনাবাদাম ভেঙ্গে নেওয়া, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো, ২ ফোঁটা ফুড কালার, প্রয়োজন মত ৪টে লবঙ্গ,২টো এলাচ, ২টুকরো দারচিনি, প্রয়োজন মত সাজানোর জন্যে আমন্ড ও কাজু বেশ কয়েকটি। প্রথমে ছোলার ডাল ৭-৮ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন।জল না দিয়ে শুকনো করে বেটে নেবেন এবার মুগের ডাল ২ঘন্টা মতো ভিজিয়ে রেখে জল ঝড়িয়ে নিয়ে একটি কড়াই ভালো করে গরম করে ডাল দিয়ে অল্প আচে ভেজে নিতে হবে। একটু ধৈর্য্য সহকারে সমানে নাড়িয়ে যেতে হবে। ভাজা ডালের গন্ধ বেড়োলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিতে হবে। এবার মিক্সিতে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর একটি ননস্টিক কড়াইতে ঘি দিন। তা গরম হলে এলাচ,লবঙ্গ ও দারচিনি ফোড়ন দিয়ে ছোলার ডাল ও মুগ ডালের গুড়ো দিয়ে ভালো করে ভাজতে হবে, যাতে ডালের কাচা গন্ধ চলে যায়। এবার চিনি গুড়ো ও দুধ দিয়ে সমানে নাড়িয়ে যেতে হবে, যাতে কোনও নিচ থেকে লেগে না যায়। এবার গুড়ো দুধ ও ভাঙ্গা বাদাম দিতে হবে, ফুড কালারও মিশিয়ে নিন। এবার নাড়তে নাড়তে যখন কড়াই ছেড়ে দলা মত হয়ে আসবে, তখ্য এলাচ গুড়ো দিতে হবে ও ১চামচ ঘি দিতে হবে। এবার ভালো করে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিতে হবে। একটি থালায় ঘি মাখিয়ে ডালের মিশ্রন ঢেলে হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে দিয়ে গরম থাকতে ছুড়ি দিয়ে চৌকো বা বড়ফির আকারে দাগ করে নিতে হবে। যাতে ঠান্ডা হলে তুলতে অসুবিধা না হয়।এবার কিছু কাজু,আমন্ড কুচি বড়ফি গুলোর ওপর চেপে বসিয়ে দিন। অবশেষে এটি এবার ঠান্ডা হলে বেশ কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে কেটে প্লেটে সাজিয়ে কাজু ও কিসমিস দিয়ে পরিবেশন করুন।

তিন বছরের মধ্যে ভারত-উজবেকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার আহ্বান পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): আগামী তিন বছরের মধ্যে ভারত ও উজবেকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে যৌথভাবে কাজ করার আহ্বান জানালেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। সোমবার নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ভারত-উজবেকিস্তান বিজনেস ফোরামে উজবেকিস্তানের বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী লাজিজ কুদ্রাতভের উপস্থিতিতে তিনি দুই দেশের শিল্পমহলকে যৌথ বিনিয়োগ, উৎপাদন ও উদ্ভাবনের আহ্বান জানান। পীযূষ গোয়েল বলেন, পারস্পরিক আস্থা, সম্মান ও সমৃদ্ধির অভিন্ন লক্ষ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ভারত-উজবেকিস্তান কৌশলগত অংশীদারিত্ব বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিরাট সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে।

তিনি জানান, বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। তবে এই অঙ্ক দুই দেশের প্রকৃত সম্ভাবনার তুলনায় অনেক কম এবং আগামী তিন বছরের মধ্যে তা দ্বিগুণ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারত উজবেকিস্তানের জন্য শুধু একটি বৃহৎ ও দ্রুত বিকাশমান বাজারই নয়, বরং একটি নির্ভরযোগ্য অংশীদার, দক্ষ তরুণ কর্মশক্তি এবং উদ্ভাবনভিত্তিক উন্নয়নের প্ল্যাটফর্মও।

সম্প্রতি স্বাক্ষরিত ভারত-উজবেকিস্তান দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তির (বাইল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রিটি) উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই চুক্তি দুই দেশের বিনিয়োগকারীদের আস্থা বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। পীযূষ গোয়েল বলেন, খনি শিল্পে ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য উজবেকিস্তানে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি, উজবেকিস্তানের তুলা উৎপাদনের শক্তি এবং ভারতের বস্ত্রশিল্পের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পোশাক উৎপাদন, নকশা ও আন্তর্জাতিক বাজারে যৌথভাবে সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

ওষুধ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রেও সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বিশ্বের 'ফার্মেসি' হিসেবে পরিচিত ভারত সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা, টেলিমেডিসিন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উজবেকিস্তানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে সহায়তা করতে পারে। পাশাপাশি আয়ুর্বেদ, যোগ এবং ইউনানির মতো ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও সহযোগিতা পুনরুজ্জীবিত করার প্রস্তাব দেন তিনি।

কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্রে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, কোল্ড চেইন ও কৃষি প্রযুক্তিতে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে বৈশ্বিক মূল্য শৃঙ্খল গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি, ডিজিটাল অর্থনীতি, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ফিনটেক, অ্যাগ্রিটেক, মেডটেক, উন্নত উৎপাদন, ইঞ্জিনিয়ারিং উপাদান এবং অটোমোবাইল শিল্পেও দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি। পীযূষ গোয়েল বলেন, বাণিজ্যই ভারত-উজবেকিস্তান সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি হওয়া উচিত। এজন্য বাণিজ্যিক বাধা দূর করা, মান নির্ধারণ, অনুমোদন, পরীক্ষণ ও সার্টিফিকেশনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বীকৃতি বাড়ানো, শুল্ক ব্যবস্থাকে আরও ডিজিটাল করা এবং আরও কার্যকর বাণিজ্য রুট গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি।

তিনি আরও জানান, দুই দেশের সরকার একটি সময়সীমাবদ্ধ, ফলাফলভিত্তিক এবং সুসংগঠিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে একযোগে কাজ করছে, যাতে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা আরও সহজে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ করতে পারেন।

লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে বসছে অত্যাধুনিক সিসিটিভি, নজরদারি জোরদারে কলকাতা পুলিশের উদ্যোগ

কলকাতা, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): লালবাজারে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরের সেন্ট্রাল লক-আপে নিরাপত্তা ও নজরদারি আরও জোরদার করতে অত্যাধুনিক ৫৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে বলে সোমবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, নতুন ব্যবস্থায় ৫৪টি ডোম ক্যামেরা এবং ৫টি বুলেট ক্যামেরা বসানো হবে। লক-আপের বিভিন্ন কক্ষ এবং করিডরে কৌশলগতভাবে এই ক্যামেরাগুলি স্থাপন করা হবে, যাতে গোটা এলাকাই নজরদারির আওতায় আসে।

লালবাজারের সেন্ট্রাল লক-আপে গোয়েন্দা বিভাগ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ-সহ কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন শাখার গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের রাখা হয়। বর্তমানে সেখানে সিসিটিভি থাকলেও, বিশেষ করে রাতের সময় আরও কার্যকর নজরদারির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে পুলিশ। সেই কারণেই বন্দিদের রাখা কক্ষের ভেতর এবং করিডরে নতুন ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ আধিকারিকরা লক-আপ পরিদর্শন করে কোথায় ক্যামেরা বসালে সর্বাধিক এলাকা নজরদারির আওতায় আসবে, তা চিহ্নিত করেছেন। নতুন ক্যামেরাগুলিতে ইনফ্রারেড প্রযুক্তি থাকবে, যার ফলে সম্পূর্ণ অন্ধকারেও ছবি রেকর্ড করা সম্ভব হবে। ডোম ক্যামেরার নজরদারির পরিসর হবে প্রায় ৫০ মিটার এবং বুলেট ক্যামেরার পরিসর প্রায় ৬০ মিটার। প্রতিটি ক্যামেরায় অডিও রেকর্ডিংয়ের সুবিধাও থাকবে। ফলে ক্যামেরার আওতায় হওয়া কথোপকথন বা অন্যান্য শব্দও রেকর্ড করা যাবে। অন্ধকারে ইনফ্রারেড প্রযুক্তির সাহায্যে সাদা-কালো ছবি ধারণ করা সম্ভব হবে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ক্যামেরা কেনার জন্য প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। বাকি অর্থ মনিটর, কেবল সংযোগ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরিতে খরচ করা হবে।

পুলিশের মতে, নতুন নজরদারি ব্যবস্থা চালু হলে লক-আপের ভিতরে বন্দিদের মধ্যে সংঘর্ষ, পালানোর চেষ্টা বা অন্য কোনও বেআইনি কার্যকলাপ দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হবে। বিশেষ করে রাতের সময় ঘটে যাওয়া যেকোনও নড়াচড়া বা কথোপকথনও রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করা যাবে।

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA,TRIPURA
NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T- No: 12/EE/DIV-I/AMC/2026-27 **Dated: 30/07/2026**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET NO	Estimated Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	Proposed construction of Ward Office building for Ward No-36 Under AMC. **D.N.I.E.T No.39/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 43,28,807	Rs. 86,576	120 (One hundred twenty) days
2	Providing bamboo palasiding i/c other allied works for protection of adjacent area of khal at Julekha Basti under Ward No-36, AMC. **D.N.I.E.T No.40/EE/DIV-I/AMC/2026-27**	Rs. 9,02,616	Rs. 18,052	60 (Sixty) Days

1. Last date and time for document downloading/bidding: 06-08-2026 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 06-08-2026 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

গ্রেপ্তার ২

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা, উদ্ধার হওয়া নেশাসামগ্রী পাচারের উদ্দেশ্যেই বহন করা হচ্ছিল। এগুলো কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। সোমবার তাদের আদালতে তোলা হবে। একইসঙ্গে এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চুরি আটক পরিচারিকা

● প্রথম পাতার পর

তল্লাশি অভিযানে নিরুপমা দেববর্মার বাড়ি থেকে চুরি হওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া গয়নার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেপ্তার করে সোমবার আদালতে সোপর্দ করেছে। ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি সঞ্জিত সেন। তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সোমবার স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় সঞ্জিত তাঁতী (৪৭) হিসেবে শনাক্ত হয়েছে। তিনি শচীন্দ্র তাঁতীর ছেলে এবং দ্বারিকাপুর এলাকার বাসিন্দা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সঞ্জিত তাঁতী দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং মানসিকভাবে অস্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। গত চার থেকে পাঁচ দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন বলে পরিবারের দাবি। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ছাড়ছি না ঃ রেবতী ত্রিপুরা

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যুক্ত। তাঁর বাবা ও দাদুও দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং ২০১৯ সালে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি নেন। বর্তমানে রাজনৈতিক কর্মসূচি কম থাকায় তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে দাবি তাঁর।

উল্লেখ্য, রবিবার রেবতী ত্রিপুরার শিক্ষকতায় ফেরার খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে নানা জল্পনা শুরু হয়। এদিকে, রেবতী ত্রিপুরা বর্তমানে বিজেপির কোর কমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। আগামী দিনে ভিলেজ কমিটির নির্বাচনকে সামনে রেখে শিক্ষকতা ও রাজনৈতিক দায়িত্ব কীভাবে একসঙ্গে সামলাবেন এবং দলীয় কর্মকাণ্ডে তাঁর ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহল ও সচেতন নাগরিকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

জননীর রহস্য মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

বাড়ির সদস্যদের অভিযোগ, তাঁর গলায় ফাঁস বা আত্মহত্যার স্পষ্ট কোনো চিহ্ন ছিল না। তাঁদের আরও অভিযোগ, ঘটনাটি ঘটার পর দীর্ঘ সময় ধরে মৃতদেহ বাড়ির উঠোনে পড়ে ছিল। পরে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

ঘটনার খবর পেয়ে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়দের বক্তব্যের ভিত্তিতে ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থাপন করা হবে ঃ সচিব

● প্রথম পাতার পর

জিবিপি হাসপাতালে ইতিমধ্যেই ৯ জনের দেহে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজ্য যে অনেকটা এগিয়ে গেছে এই সাফল্য তার অন্যতম উদাহরণ। ২০২৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যেই অঙ্গ প্রতিস্থাপনে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরই রাজ্যে অঙ্গ ও টিস্যু প্রতিস্থাপন সংস্থা গড়ে তোলা হয়। স্বাস্থ্যসচিব বলেন, রাজ্যের ক্যান্সার হাসপাতালে বোন মেরু ট্রান্সপ্লান্ট এর কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই জিবিপি হাসপাতালে চক্ষু ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য থেকে কয়েকজন চিকিৎসককে প্রশিক্ষণের জন্য বর্হিরাজ্যে পাঠানো হবে। অঙ্গদানের মতো মহৎকাজে এগিয়ে আসতে তিনি রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। অঙ্গদাতা পরিবার, অঙ্গ গ্রহীতা এবং তাদের পরিবারকে সম্মাননা জানানো হয়। স্বাস্থ্যসচিব এবং অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে এজিএমসি"র প্রিন্সিপাল ডা. তপন মজুমদার বলেন, একজন অঙ্গদাতা তার মৃত্যুর পর অঙ্গদান করে ৮ জন মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারেন। অঙ্গদানের কোন বয়স নেই। অঙ্গদানে আরও বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার। তিনি রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জিবি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. বিধান গোস্বামী। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা সাজুবাহিদ এ, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, যুগ্ম অধিকর্তা ডা. অলক দেওয়ান প্রমুখ।

ত্রিপুরা পুলিশ সদর দপ্তরে এসইউসিআই নেতৃত্বরা ডেপুটেশনে মিলিত হন।

অসমে বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির অ্যাকাউন্টে ১৬০ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য বড় আর্থিক সহায়তার ঘোষণা করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার তিনি জানান, রাজ্যের বন্যাদুর্গত পরিবারগুলির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রায় ১৬০ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত চারটি জেলার প্রায় ৭৫ হাজার পরিবারের প্রত্যেককে অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা হিসেবে ১৫ হাজার টাকা করে ডিরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (ডিবিটি) ব্যবস্থার মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। এতে কোনও বিলম্ব ছাড়াই উপভোক্তাদের হাতে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, 'আজ সকালে চারটি জেলার প্রায় ৭৫ হাজার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুত ১৫ হাজার টাকা করে অন্তর্বর্তীকালীন সহায়তা পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনার আওতায় যোগ্য উপভোক্তাদের জন্য রাজ্য সরকারের ভর্তুকিও প্রদান করা হয়েছে।'

তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য হল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে দ্রুত নগদ অর্থ পৌঁছে দেওয়া, যাতে তারা জরুরি প্রয়োজন মেটাতে পারেন এবং ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে পারেন। চূড়ান্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের আগে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষাও চালানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শিবসাগর ও চরাইদেও জেলার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকেও আগামী কয়েক দিনের মধ্যে অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, 'এই কঠিন সময়ে যাঁরা দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের পাশে রাজ্য সরকার দৃঢ়ভাবে রয়েছে।'এদিকে, অসমে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও সংকট পুরোপুরি কাটেনি। সরকারি হিসাবে, বন্যাজনিত কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮৫ হয়েছে। এখনও রাজ্যের ১ লক্ষ ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ বন্যার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৬০টিরও বেশি গ্রাম এখনও জলমগ্ন রয়েছে। বহু পরিবার বাস্তুচ্যুত অবস্থায় রয়েছে এবং অসংখ্য বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত বা জলের তলায় চলে গেছে। রাজ্য সরকার এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৫৯০ টাকা ঃ কৃষিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উপ-অধিকর্তা কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, গত কয়েক বছরে ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তিনি জানান, রাজ্যে মানুষের মাথাপিছু আয় ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা থেকে বেড়ে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকায় পৌঁছেছে।

তিনি বলেন একসময় রাজ্যে পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল মাত্র ৭৮ হাজার। গত কয়েক বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৪ হাজার। আরও প্রায় আড়াই লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে পাইপের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছানোর ক্ষেত্রেও বড় সাফল্য এসেছে। আগে যেখানে মাত্র ২৪ হাজার বাড়িতে এই সুবিধা ছিল, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৬ লক্ষ ২২ হাজার।"

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষকদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে কৃষকদের গড় মাসিক আয় ছিল ৬ হাজার ৫৮০ টাকা, বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ১৩ হাজার ৫৯০ টাকা।

তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পে রাজ্যের ২ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫৭১ জন কৃষক ২৩তম কিস্তি পর্যন্ত মোট ১ হাজার ২১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। এছাড়া কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার ১৭০ জন কৃষক ২ হাজার ৭১১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কৃষিঋণ পেয়েছেন।

মন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় আগে কৃষকদের প্রতি কানি জমির জন্য ২২০ টাকা দিতে হলেও বর্তমানে মাত্র ১০ টাকা দিতে হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে রাজ্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি কৃষকের কাছ থেকে ২ লক্ষ ৭২ হাজার টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কৃষকদের ৫৪৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

তিনি জানান, গত আট বছরে ৫০ হাজার ৮৯টি আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, যার জন্য ২৩৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। আগের সরকারের আমলে যেখানে মাত্র ২ হাজার ৬১১টি কৃষি যন্ত্র দেওয়া হয়েছিল এবং ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ২৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

প্রাকৃতিক কৃষির প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, আগে রাজ্যে এই পদ্ধতির চাষ তেমন প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে ৪২ হাজার কৃষক ১৬ হাজার ৮০০ হেক্টর জমিতে প্রাকৃতিক কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

তিনি আরও জানান, ২০১৮ সালের পর থেকে রাজ্যে ৪৬১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৪টি বাজার উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। আগে যেখানে কৃষকদের জন্য কোনও কৃষক বন্ধু কেন্দ্র ছিল না, বর্তমানে রাজ্যে ৩৪টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র রয়েছে। একইভাবে আগে কোনও ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন না থাকলেও বর্তমানে ৫৯টি ফার্মার প্রোডিউসার অর্গানাইজেশন গড়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ও তফশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, বিধায়ক ভগবান দাসসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিহারে যাত্রীবাহী ট্রেনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

পাটনা, ৩ আগস্ট (আইএএনএস): বিহারের সাহারসা জেলার সিমরি বখতিয়ারপুর রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে সোমবার ভোর প্রায় ৩টা ২৫ মিনিটে সমস্তিপুর-সাহারসা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে (৬৩৩৪৪) ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ট্রেনের মাঝামাঝি অংশে থাকা ইঞ্জিনের কাছে আগুনের সূত্রপাত হয়ে দ্রুত তিনটি বগিতে ছড়িয়ে পড়ে। তবে সময়মতো যাত্রীদের সরিয়ে নেওয়ায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, মুহূর্তের মধ্যে ঘন ধোঁয়া ও দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা আগুনে স্টেশন চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ট্রেনে থাকা যাত্রীরা আগুন দেখতে পেয়েই দ্রুত বগি থেকে নেমে নিরাপদ স্থানে চলে যান। সাহারসার বাসিন্দা যাত্রী সঞ্জয় কুমার জানান, প্রথমে তিনি বগির নিচ থেকে তীব্র তাপ অনুভব করেন। বিষয়টি দেখতে নেমে আগুন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অন্য যাত্রীদের সতর্ক করেন। আরেক যাত্রী রাজু কুমার জানান, মানসি স্টেশন থেকে ট্রেনে ওঠার পর সিমরি বখতিয়ারপুরে পৌঁছনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঞ্জিনের কাছে ছোট আগুন দেখা যায়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই বড় আকার ধারণ করে।

ভাঁজ বিজেপির কপালে

● প্রথম পাতার পর

ব্যাঙ্কিপুরের এই জয় শুধু একটি নির্বাচনী সাফল্য নয়, বরং বিহারের রাজনীতিতে নতুন শক্তি হিসেবে দলের আত্মপ্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলেই মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপিকে পরাজিত করে আসন ধরে রাখল কংগ্রেস। কংগ্রেস প্রার্থী ঘনশ্যাম সিং বিজেপির আশুতোষ তিওয়ারিকে ৬,০১৬ ভোটে হারিয়েছেন।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায়, ঘনশ্যাম সিং পেয়েছেন ৬৬,৭৫৭ ভোট, অন্যদিকে আশুতোষ তিওয়ারির ঝুলিতে এসেছে ৬০,৭৪১ ভোট। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও এই আসনে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস, ফলে দলটি এবারও নিজেদের দখল বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ফল প্রকাশের পর সোমবার মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, দাতিয়া উপনির্বাচনের রায়কে বিজেপি সম্পূর্ণভাবে সম্মান জানায়। তবে তিনি দাবি করেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার দাতিয়ায় বিজেপি প্রায় ১,৭০০ ভোট বেশি পেয়েছে।

মোহন যাদব বলেন, কংগ্রেস আগের বিধানসভা নির্বাচনেও দাতিয়া আসনে জিতেছিল। তবে এবার আমরা আগের তুলনায় ১,৭০০ বেশি ভোট পেয়েছি। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি বিজেপি মধ্যপ্রদেশের ২৯টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জয়ী হয়েছিল। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার রাজ্যে এমন সাফল্য অর্জন করেছে বিজেপি। তিনি আরও বলেন, বিজেপি বুধনি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়লাভ করেছে এবং পরবর্তী উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কাছ থেকে অমরওয়াড়া আসনও ছিনিয়ে নিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাজ্যসভা নির্বাচনে রাজ্যের তিনটি আসনেই বিজেপি বিজয়ী হয়েছে বলেও জানান তিনি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনে প্রত্যেক দলই নিজেদের মতামত মানুষের সামনে তুলে ধরে। আমরাও আমাদের বক্তব্য রেখেছি, কংগ্রেসও তাদের বক্তব্য রেখেছে। জনগণ যে রায় দিয়েছেন, আমরা তা মেনে নিচ্ছি। আগামী নির্বাচনে আরও শক্তি নিয়ে লড়াই করার আশা রাখছি।

এদিকে, গুজরাটের মঞ্জলপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক সতীশ প্যাটেল তাঁর এই বিজয় প্রয়াত বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী যোগেশ প্যাটেলকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি বলেন, প্রয়াত নেতার শুরু করা উন্নয়নের কাজ তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ফলাফল ঘোষণার পর সতীশ প্যাটেল ভোটার এবং বিজেপি কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, মঞ্জলপুরে বিজেপির প্রতি মানুষের আস্থা ও সমর্থন এখনও অটুট রয়েছে।

সতীশ প্যাটেল বলেন, মঞ্জলপুর বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এখানকার মানুষ সবসময়ই দলকে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন।

তিনি প্রয়াত যোগেশ প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, গত ২৫ বছর ধরে যোগেশ প্যাটেল এই কেন্দ্রের মানুষের জন্য কাজ করেছেন। মানুষ তাঁকে যে ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই একই ভালোবাসা আজ আমাকে দিয়েছেন। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

নবনির্বাচিত বিধায়ক আরও বলেন, আমি এই জনসমর্থনের জন্য এলাকার মানুষ, ভোটার ভাই-বোন এবং আমাদের দলের সকল কর্মীর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বিজয়ের পর তিনি প্রয়াত যোগেশ প্যাটেলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী, যাঁকে সবাই স্নেহভরে 'কাকিজি' বলে ডাকেন, তাঁর আশীর্বাদও নেন। সতীশ প্যাটেল বলেন, আজ আমি যোগেশ কাকার বাড়িতে গিয়ে কাকিজির আশীর্বাদ নিয়েছি। যোগেশ কাকা যে উন্নয়নের কাজ শুরু করেছিলেন, আমি তা নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাব।

সরকারি ফলাফল অনুযায়ী, ২০ দফা ভোট গণনা শেষে বিজেপি প্রার্থী সতীশ প্যাটেল ৫৫,৪৮১ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ভিখা রাবারিকে ৩০, ৬৩০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। ভিখা রাবারির প্রাপ্ত ভোট ২৪, ৮৫১।

প্রয়াত যোগেশ প্যাটেলের মৃত্যুর কারণে এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয়। তিনি টানা আটবারের বিধায়ক ছিলেন এবং ভাদোদরায় বিজেপির অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

সতীশ প্যাটেল এর আগে ভাদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান এবং বিজেপির ভাদোদরা জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। দল তাঁকেই মঞ্জলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিল।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত এই উপনির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। ভোটদানের হার ছিল ৩৭.৫০ শতাংশ, যা ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ৬০.১৫ শতাংশ ভোটদানের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

Page 3_5_7- JAGARAN (1).pmd 3 04-08-2026, 01:31

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত গর্ভবতী মহিলা, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ; মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি

আগরতলা, ৩ আগস্ট: সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক গর্ভবতী মহিলাকে ঘিরে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। করবুক মহকুমার যতনবাড়ির বাসিন্দা শিখা চাকমা (২৮), যিনি ৩২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা, বর্তমানে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর স্বামী রানা চাকমা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ জুলাই শারীরিক জটিলতার কারণে শিখা চাকমাকে প্রথমে নতুনবাজার গ্রামীণ হাসপাতাল, পরে অমরপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাঁপানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে তিন দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে বাড়ি ফেরার পথে বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় তাঁদের ওয়াগনার গাড়িকে একটি ম্যাক্স গাড়ি ধাক্কা দেয়।

পরিবারের অভিযোগ, দুর্ঘটনায় শিখা চাকমার পেটে গুরুতর আঘাত লাগে। তারা আরও অভিযোগ করেন, ঘটনাস্থলে ট্রাফিক ডিউটিতে থাকা বিশ্রামগঞ্জ থানার কনস্টেবল হরেন্দ্র দেববর্মা আহত গর্ভবতী মহিলাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর পরিবর্তে দুই পক্ষের মধ্যে আপস-মীমাংসার জন্য চাপ দেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, তিনি নাকি বিশ্রামগঞ্জ থানায় গিয়ে কোনও লাভ হবে না বলে মন্তব্য করেন এবং অভিযুক্ত গাড়ি ও চালককে ঘটনাস্থল ছেড়ে যেতে দেন।

পরে শিখা চাকমাকে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল থেকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক বলে পরিবারের দাবি।

এই ঘটনার পর রানা চাকমা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার কাছে লিখিত আবেদন জানিয়ে অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল আহত গর্ভবতী মহিলার দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও জানিয়েছেন তিনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল :- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রিপস্যাটে যক্ষ্মা রোগের প্রতিরোধে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: আগরতলার রিজিওন্যাল ইন্সটিটিউট অফ ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তর এবং কলেজের অন্তর্গত ন্যাশনাল এলিমিনেশন এর উদ্যোগে যক্ষ্মা রোগ প্রতিরোধে গত ২৯ এবং ৩০ জুলাই দুই দিনব্যাপী সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ নূপুর দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকারের ওএসডি ডাঃ সমর্পিতা দত্ত, ডিস্ট্রিক্ট টিউবারকিউলোসিস অফিসার ডাঃ শ্রাবণী দেবনাথ সহ কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডাঃ) ঋষিরাজ ছেত্রী। এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ ঋষিরাজ ছেত্রী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, যক্ষ্মা রোগ মোকাবিলা করতে সমাজের সব অংশের মানুষের কাছে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজকের এই সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানে কলেজের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্যান্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। টিবি মুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে এদিন একটি টিবি মুক্ত ভারত অ্যাপ এর মাধ্যমে স্ক্রিনিং করা হয়েছে, যেখানে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ প্রত্যেকেই উক্ত স্ক্রিনিং-এ অংশগ্রহণ করে। এই অ্যাপে এদিন মোট ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা রেজিস্ট্রেশন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর টিবি মুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আজ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ স্থানীয় জিবি বাজার এলাকার ব্যাবসায়ী, মোটর শ্রমিক, সাধারণ মানুষদের নিয়ে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে বুকের এক্সরে, হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা, ব্লাড সুগার ও রক্ত চাপ মাপার ব্যবস্থা ছিল। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সকলকে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়।

আগরতলায় এমএমডিইউপি-র আওতায় ১০০ মহিলার হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (এমএমডিইউপি)-এর আওতায় আজ আগরতলার শ্যামলী বাজারে সেলাই মেশিন ও শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ১০০ জন মহিলা সেলাই-র প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর তাদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে, মেয়র-ইন-কাউন্সিল সদস্য সম্পা সেন ও হীরালাল দেব, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর লতা নাথ, সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। তিনি জানান, আগরতলা পুরনিগমের চারটি জোন থেকে মোট ৩৮০ জন মহিলা এই সেলাই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। নারীর ক্ষমতায়ন এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তুলতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। দক্ষতা উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা প্রদীপ কে জানান, আগামী দিনে আরও সেলাইর প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ৫০ দিনের এই প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৩০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২,০০০ টাকা ভাতা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করার পর প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে একটি করে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। ডেপুটি মেয়র মানিকা দাস দত্ত সুবিধাভোগীকে আত্মনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান। সমাজসেবী পাপিয়া দত্ত নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কর্পোরেটর লতা নাথ।

গ্যাস সিলিন্ডারে ওজনে গরমিলের অভিযোগ শান্তি গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে, ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহকরা

শান্তিরবাজার, ৩ আগস্ট: শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত বীরচন্দ্রনগর শহীদ স্মৃতি বিদ্যামন্দির সংলগ্ন মাঠে এলপিজি রান্নার গ্যাস সরবরাহকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শান্তিরবাজার শান্তি গ্যাস গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে একাধিক গ্রাহক রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে নির্ধারিত ওজনের তুলনায় গ্যাস কম দেয়ার অভিযোগ তুলেছেন গ্রাহকরা।

অভিযোগ, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও এজেন্সির পক্ষ থেকে গ্রাহকদের মধ্যে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছিল। এসময় কয়েকজন গ্রাহকের সন্দেহ হলে তারা উপস্থিত কর্মীদের সামনেই সিলিন্ডারের ওজন করার দাবি জানান। পরে ওজন করে দেখা যায়, একাধিক সিলিন্ডারে নির্ধারিত ওজনের তুলনায় সর্বনিম্ন ২ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৪ কেজি পর্যন্ত গ্যাস কম রয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। গ্রাহকদের দাবি, পরীক্ষা করা প্রায় ১০টি সিলিন্ডারের মধ্যে মাত্র একটি সিলিন্ডারে নির্ধারিত ওজন পাওয়া যায়, বাকি সবকটিতেই ওজনে গরমিল ধরা পড়ে।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা এজেন্সির বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের অনিয়ম চললেও যথাযথ তদারকি না থাকায় সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছেন। গ্রাহকদের দাবি, প্রতিটি গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে ওজন নিশ্চিত করা হোক এবং পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক।এদিকে, গ্রাহকদের একাংশ আরও অভিযোগ করেন, এলাকায় গ্যাসের সংকট দেখা দিলে অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে সহজেই গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যায়। এ ধরনের অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা প্রশ্ন তুলেছেন, সাধারণ গ্রাহকরা যখন নিয়মিত গ্যাস পান না, তখন অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে কীভাবে গ্যাস সরবরাহ করা হয়? তাদের দাবি, এই অভিযোগেরও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।গ্রাহকরা খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। এখন গ্যাস এজেন্সির বিরুদ্ধে ওঠা ওজনে গরমিল, অতিরিক্ত অর্থের বিনিময়ে গ্যাস সরবরাহ এবং গ্রাহক প্রতারণার অভিযোগের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী ধরনের তদন্ত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকাবাসী ও গ্যাস গ্রাহকরা।

সোনামুড়ায় যৌথ বাহিনীর বড়সড় মাদকবিরোধী অভিযান, ধ্বংস ৭ লক্ষ গাঁজার চারা; বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ৩ আগস্ট: সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমায় যৌথ বাহিনীর পরিচালিত এক বৃহৎ মাদকবিরোধী অভিযানে বিপুল পরিমাণ গাঁজার চারা, বীজ ও শুকনো গাঁজার পাতা উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, উদ্ধার ও ধ্বংস করা মাদকসামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত সোনামুড়া থানার অধীন কমলনগর ঘাটিঘর এলাকায় এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযান চলাকালীন মোট ২২টি গাঁজার বীজতলা থেকে আনুমানিক ৭ লক্ষ গাঁজার চারা উদ্ধার করা হয়। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর ঘটনাস্থলেই সমস্ত চারা ধ্বংস করে দেয় যৌথ বাহিনী।

এছাড়াও, অভিযানে প্রায় ৫০ কেজি গাঁজার বীজ এবং প্রায় ৫০০ কেজি শুকনো গাঁজার পাতা উদ্ধার করা হয়। আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সেগুলিও ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়েছে।

বিলোনিয়ায় শুরু ”স্পন্দন লিগ” রাজ্যভিত্তিক সিন্থেটিক ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ার বিকেআই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে সোমবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ”স্পন্দন লিগ” ত্রিপুরা রাজ্যভিত্তিক ফুটবল টুর্নামেন্ট—২০২৬। সকাল ৮টায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার ক্রীড়াবিদ, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিএসএফের পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিএসএফের গোকুলনগর সেক্টরের ডিআইজি রাজকুমার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, জেলার পুলিশ সুপার মৌরিয়া কৃষ্ণ সি, বিএসএফের ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ড্যান্টসহ বাহিনীর অন্যান্য উর্ধতন আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, রাজ্যের আটটি জেলা থেকে স্বনামধন্য ফুটবলার ও বিভিন্ন দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিভাবান ফুটবলারদের নিজেদের দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ তৈরি হবে এবং তৃণমূল স্তরে ফুটবলের বিকাশে এই টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিরা খেলাধুলার প্রসারে এ ধরনের প্রতিযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, যুবসমাজকে সুস্থ ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। ক্রীড়া শুধু শারীরিক সক্ষমতাই বাড়ায় না, শৃঙ্খলা, দলগত চেতনা ও নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকশিত করে। টুর্নামেন্টকে ঘিরে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ওয়ান-ডে ওরিয়েন্টেশন-কাম-ট্রেনিংয়ে দুর্যোগ মোকাবিলার মহড়া, জম্পুইজলায় এনডিআরএফ-টিএসআর

জম্পুইজলা, ৩ আগস্ট: প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দ্রুত, সমন্বিত ও কার্যকর উদ্ধার এবং ত্রাণ কার্য পরিচালনার লক্ষ্যে জম্পুইজলা মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে সোমবার মধ্য ঘনিয়ামারা (তৌয়কেরমা) এলাকায় একটি ওয়ান-ডে ওরিয়েন্টেশন-কাম-ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে বন্যা, জলাবদ্ধতা ও অন্যান্য সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় বাস্তবধর্মী উদ্ধার মহড়ার আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষকদের মতে, এ ধরনের মহড়া নিয়মিত আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মী, স্বেচ্ছাসেবক ও উদ্ধারকারী বাহিনীকে বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য প্রস্তুত রাখা। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়, ফলে দুর্যোগের সময় দ্রুত এবং সমন্বিতভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলার এসডিএম অমিতাভ চাকমা, ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার কো-অর্ডিনেটর (ডিডিসিএম) সুদীপ দেববর্মা, এনডিআরএফ-এর ইন্সপেক্টর নাগরাজ সিং এবং টিএসআরের নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম। এছাড়াও এনডিআরএফ, টিএসআর, সিভিল ভলান্টিয়ার, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে মধ্য ঘনিয়ামারা গ্রামের একটি পুকুরে উদ্ধার মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় জলে আটকে পড়া ব্যক্তিদের নিরাপদে উদ্ধার, প্রাথমিক সহায়তা প্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করার বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

আয়োজকদের বক্তব্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুতি বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশাসন, উদ্ধারকারী বাহিনী এবং স্থানীয় জনগণের সক্ষমতা আরও জোরদার করতে এ ধরনের ওরিয়েন্টেশন ও মহড়া নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হবে।

আমজাদনগরে নবনির্মিত শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, ভক্তিমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হল ধর্মীয় অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী আমজাদনগর লোকনাথ সেবাশ্রমে ভক্তিমুখর পরিবেশে নবনির্মিত শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজা-অর্চনা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ সৃষ্টি হয়।

জানা গেছে, প্রায় এক বছরের প্রচেষ্টার পর নির্মিত এই শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন উদয়পুরের রমেশ স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক বকুল দত্ত। প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লোকনাথ সেবাশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে।বকুল দত্ত জানান, তাঁর পুত্রবধূর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল একটি শিবমন্দির নির্মাণের। সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করতে তিনি লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির সঙ্গে আলোচনা করেন। সোসাইটির সহযোগিতা এবং স্থানীয় মানুষের সমর্থনেই মন্দির নির্মাণ ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লোকনাথ সেবাশ্রম সোসাইটির পক্ষ থেকে বকুল দত্ত, তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূকে ফুলের তোড়া ও উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্ত ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।আয়োজকদের মতে, নতুন এই শিবমন্দিরে নিয়মিত পূজা-অর্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এর ফলে এলাকায় ধর্মীয় চর্চা আরও বিকশিত হবে এবং ভক্তদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাসনাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে আমজাদনগর ও পার্শবর্তী এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানজুড়ে ”হর হর মহাদেব” ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা আশ্রম প্রাঙ্গণ।

ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুল প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান এবং অংক মেলা অনুষ্ঠিত।

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৩ আগস্ট:- সোনামুড়া মহকুমার অন্তর্গত বক্সনগর আর ডি ব্লকের দক্ষিণ কলম চৌড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির। ২০১৯ সালের স্থাপিত হয় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়টি। সেই বিদ্যালয় যাত্রা থেকে শুরু হয় বিজ্ঞান এবং অঙ্ক মেলা, যা আজও ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তারই অঙ্গ হিসাবে আজ বেলা ১২ ঘটিকার সময়, লাল ফিতার বাধন খুলে বিজ্ঞান এবং অঙ্ক মেলার শুভ উদ্বোধন করেন, নির্মল চক্রবর্তী এবং নিখিল নিবাস ভাস্কর, জেলা কার্য বাহক এবং ত্রিপুরা প্রান্ত প্রচারক। আজকের এই বিজ্ঞান এবং অংক মেলায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হবে, তাদেরকে রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করানো হবে। ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরা ৪৪ টা মডেল প্রজেক্ট নিয়ে উপস্থিত হন এবং বাহিরের স্কুল থেকে তিনটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা ২০ মডেল প্রজেক্ট নিয়ে উপস্থিত হন। তাছাড়া ছটি স্কুল নিমন্ত্রিত। উক্ত বিজ্ঞান এবং অংক মেলায় জাজমেন্ট হিসেবে বক্সনগর আই সি ডিপ্রজেক্ট, ব্লকের বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ডাক্তার বাবু এবং সিডিপু সুপারভাইজার, অন্যান্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষক, জাজমেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমাগত বিকাশ মন মান ষিক তা গঠন, উৎকর্ষ পঠন পাঠনে প মনোযোগ আর তার পাশাপাশি নতুন কিছু শিখার আগ্রহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন। বিজ্ঞান মানুষকে নতুনত্ব শিখায় এবং ভবিষ্যৎ কে বাঁচাবারার রাস্তা খুঁজে দে। আজকের এই বিজ্ঞান এবং অংক মেলা উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক সুভাষচন্দ্র সাহা, সঞ্জয় সরকার, তাপস সরকার, বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার এবং অন্যান্য সমাজসেবকগণ। অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

কলকাতার আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরার ঝুলিতে ১৪ পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ আগস্ট: আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে আবারও গর্বের মুহূর্ত উপহার দিল ত্রিপুরার তরুণ ক্যারাটে খেলোয়াড়রা।কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে গত ৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট, ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১০ম ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে রাজ্যের সাত সদস্যের দল। ভারতের পাশাপাশি বিশ্বের মোট ১০টি দেশের প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার প্রতিনিধিরা জয় করেছেন মোট ১৪টি পদক। এর মধ্যে রয়েছে ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য এবং ১০টি ব্রোঞ্জ পদক। এই সাফল্যের খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্যের ক্রীড়ামহলে আনন্দের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও ত্রিপুরার খেলোয়াড়দের এমন সাফল্য প্রমাণ করে দিয়েছে, প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রম থাকলে বিশ্বমঞ্চেও নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়া সম্ভব।

দলের কোচ রিপন সরকার জানান, দীর্ঘদিনের নিয়মিত অনুশীলন, কঠোর পরিশ্রম, শৃঙ্খলা এবং আত্মবিশ্বাসই এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দক্ষ প্রতিযোগীদের সঙ্গে লড়াই করে এই পদক জয় নিঃসন্দেহে রাজ্যের জন্য গৌরবের বিষয়।মেয়েদের বিভাগে দলের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স করেন পর্ণিতা দাস। তিনি কাতা বিভাগে একটি স্বর্ণপদক এবং কুমিতে বিভাগে একটি রৌপ্যপদক জয় করে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

এছাড়া নিপাশ্রী নন্দী কাতা ও কুমিতে বিভাগে দুটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। পোর্টিয়া দাস কাতা ও কুমিতে বিভাগে দুটি ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন। দৃতিকা সরকার একইভাবে কাতা ও কুমিতে বিভাগে দুটি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। বর্ষাতি বণিক-ও কাতা ও কুমিতে বিভাগে দুটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ছেলেদের বিভাগে রণিত ভৌমিক অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কাতা বিভাগে একটি স্বর্ণপদক এবং কুমিতে বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। অন্যদিকে অন্তয় দে কাতা বিভাগে একটি রৌপ্যপদক এবং কুমিতে বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে দলের পদকসংখ্যা বাড়িয়ে দেন।

ত্রিপুরার সাত সদস্যের দল আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা শুধু একটি পদকজয়ের ঘটনা নয়; বরং রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভা, অধ্যবসায় এবং সম্ভাবনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্রীড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, যথাযথ প্রশিক্ষণ, উন্নত পরিকাঠামো এবং ধারাবাহিক সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এই খেলোয়াড়দের অনেকেই ভবিষ্যতে আরও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে সাফল্য বয়ে আনতে সক্ষম হবেন।

কোচ রিপন সরকার জানান, এই সাফল্য তাঁদের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী দিনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও ভালো ফল করার লক্ষ্য নিয়ে অনুশীলন অব্যাহত থাকবে। তিনি পদকজয়ী সকল খেলোয়াড়, তাঁদের অভিভাবক এবং সহযোগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জানা গেছে, আগামীকাল (৪ আগস্ট) সকাল ৬টায় পদকজয়ী দলটি বধারঘাট রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাবে। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানাতে ক্রীড়াপ্রেমী, শুভানুধ্যায়ী, পরিবারের সদস্য এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। পদকজয়ীদের সংবর্ধনা ঘিরে ইতিমধ্যেই উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে।আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ত্রিপুরার এই ঐতিহাসিক সাফল্য রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়ামহলের বিশিষ্টজনেরা। নবীন প্রজন্মের কাছে এই সাফল্য নিঃসন্দেহে এক অনুপ্রেরণার নাম হয়ে থাকবে।

শ্রীনগরে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, পারিবারিক অশান্তির জেরে আত্মহত্যার অভিযোগ; তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: শ্রীনগর থানার অন্তর্গত বাহামনি পাড়া এলাকায় ২৫ বছর বয়সি এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন বলে পরিবারের সদস্যদের দাবি। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতার নাম আমিনা বেগম (২৫)। তাঁর বাপের বাড়ি জয়পুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, তাঁর আড়াই বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পরিবারের দাবি, রবিবার বিকেলে স্বামী কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাজার থেকে সবজি না আনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অভিমান ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। পরে স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী পুনরায় বাজারে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। কিছু দূর যাওয়ার পর প্রতিবেশীরা তাঁকে খবর দেন যে বাড়িতে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে।

স্বামী দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, আমিনা বেগম আগুনে দগ্ধ অবস্থায় রয়েছেন। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে মৃতার বাপের বাড়ির সদস্যরাও হাসপাতালে পৌঁছান। পরিবারের উভয় পক্ষের দাবি, পারিবারিক অশান্তির জেরেই তিনি নিজের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে এই দাবির সত্যতা এখনও পুলিশের তদন্তসাপেক্ষ।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার সবদিক খতিয়ে দেখছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ঘটনায় বাহামনি পাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আড়াই বছরের কন্যাসন্তানকে রেখে আমিনা বেগমের অকালমৃত্যু এলাকাবাসীকেও মর্মাহত করেছে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ছাদের

● আটের পাতার পর

দিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্ত্বাবধানে নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণেরও দাবি উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সাধারণ মানুষের।

ধর্মনগরে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল

● আটের পাতার পর

এলাকা থেকে মোটরসাইকেলটি চুরি করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গতকাল সন্ধ্যায় এই বাইকটি চুরির ঘটনা থানায় এসে জানিয়েছেন বাইকের প্রকৃত মালিক। তার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই বাইকটিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশের দাবি, চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্ত নিতু দাস নামে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তিনি কৈলাসহর এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। আটক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পাশাপাশি এ ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

এই সফল উদ্ধার অভিযান ও গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে ধর্মনগর থানার ওসিমিনা দেববর্মা গণমাধ্যমকে জানান, পুলিশের দ্রুত তৎপরতা এবং নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্যের ফলেই কম সময়ের মধ্যে চুরি যাওয়া বাইকটি উদ্ধার এবং চোরকে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। সোমবার ৫ দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে ধৃত নিতু দাসকে আদালতে সোপর্দ করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনার সাথে অন্য কোনো চক্র বা ব্যক্তি জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে পরবর্তী তদন্ত চলছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
04-08-2026, 01:25

াঙ্গন

ফিফাকে কড়া নোটিশ উয়েফার

ফিফা বিশ্বকাপসহ বড় টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির পরিকল্পনা বাতিল করলেও এখানেই বিষয়টির ইতি টানতে রাজি নয় উয়েফা। ইউরোপের ফুটবল সংস্থাটি এবার ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে চিঠি দিয়ে সম্ভাব্য আইনি পদক্ষেপের কথা জানিয়ে বলেছে, এ-সংক্রান্ত কোনো নথি বা ডিজিটাল তথ্য যেন ধ্বংস, মুছে ফেলা বা পরিবর্তন করা না হয়।

দ্য টেলিগ্রাফের হাতে আসা শুক্রবারের ওই চিঠিতে উয়েফা জানিয়েছে, তারা 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই)'-এর পরিকল্পনা নিয়ে আইনি ব্যবস্থা, সালিস কিংবা নিয়ন্ত্রক সংস্থায় অভিযোগ দেওয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

চিঠিতে উয়েফা লিখেছে, 'আপনি (ইনফান্তিনো) এবং ফিফাকে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে এই নোটিশে উল্লেখ করা সব নথি ও ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষিত তথ্য শনাক্ত ও খুঁজে বের করে সংরক্ষণ করা হয়।'

এরপর আরও কঠোর ভাষায় উয়েফা সতর্ক করে দেয়, 'এই নোটিশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কোনো নথি ধ্বংস, মুছে ফেলা, পরিবর্তন, গোপন বা হারিয়ে গেলে তা প্রমাণ নষ্ট করার শামিল হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় প্রতিকার, নিষেধাজ্ঞা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের বিরুদ্ধে খরচ আরোপের আবেদন করার অধিকার উয়েফার আছে।'

শুধু ইনফান্তিনো নন, ফিফার গ্লোবাল ফুটবল ডেভেলপমেন্ট প্রধান আর্সেন ওয়েঙ্গার, মহাসচিব ম্যাথিয়াস গ্রাফস্ট্রম, প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা কেভিন লামোরসহ পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছেও প্রাসঙ্গিক নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দিতে ফিফাকে বলেছে উয়েফা।

এ ছাড়া একই ধরনের চিঠি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত জশুয়া কুশনার, গ্রেগ ম্যাফেই, জেপি মরগান ও ওপেনইকোনমিকসের কাছেও পাঠিয়েছে উয়েফা। তাদেরও জানানো হয়েছে, সংস্থাটি আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে।

ফিফা অবশ্য এ বিষয়ে দ্য টেলিগ্রাফের মন্তব্যের অনুরোধে কোনো জবাব দেয়নি।

গত ২৮ জুলাই ফিফা জানায়, বিশ্বকাপসহ বড় টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য এফএফই নামে স্বতন্ত্র কোম্পানি খুলে সেটির একটি অংশ বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হবে। এতে লাভবান হবে ফিফার ২১১টি সদস্যদেশ। তবে এটিকে 'বিশ্বকাপ বিক্রি'র সঙ্গে তুলনা করে তীব্র বিরোধিতা করে উয়েফা। ফিফার পরিকল্পনায় সায় দেয়নি উত্তর-মধ্য আমেরিকার কনক্যাকাফ আর এশিয়ার এএফসিও। ১ আগস্ট পরিকল্পনাটি বাতিলের ঘোষণা দেয় ফিফা।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যাম বলেছেন, ফিফার পরিকল্পনা বাতিল হলেও এমন কিছুর পর ফুটবল 'সব ভুলে সামনে এগিয়ে যেতে পারে না'। তিনি মনে করেন, ইনফান্তিনো বিশ্ব ফুটবলকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সঠিক ব্যক্তি নন।

ফিফা তাদের বিতর্কিত বিশ্বকাপ পরিকল্পনা বাতিলের আগেই বার্নহ্যাম বিশ্বের প্রথম কোনো প্রধান দেশের নেতা হিসেবে ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেছিলেন। এবার ডেভন সফরের সময়ও তিনি একই মত প্রকাশ করেন, 'আমি বিশ্বাস করি না বিশ্ব ফুটবলকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনিই সঠিক ব্যক্তি। যে পরিকল্পনা সামনে আনা হয়েছিল, তা বিশ্বজুড়ে ফুটবল-সংশ্লিষ্ট অনেক মানুষের কাছে আপত্তিকর ছিল। এমন কিছু ঘটার পর আমরা শুধু সামনে এগিয়ে যাব আর সব ভুলে যাব, এটা হতে পারে না।'

আচমকা কমে গেল প্রস্তুতি ম্যাচের দিন, শ্রীলঙ্কা বোর্ডের 'তুঘলকি' সিদ্ধান্তে বিপাকে টিম ইন্ডিয়া

বলা নেই, কওয়া নেই! আচমকা কমে গেল টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি ম্যাচের দিন। শ্রীলঙ্কা সফরের আগে প্রস্তুতিতে ধাক্কা খেল ভারত। চার দিনের বদলে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেই টেস্ট সিরিজে নামতে হবে শুভমান গিলদের। রবিবার এক বিবৃতিতে এমনটাই জানিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট। কিন্তু দ্বীপরাষ্ট্রের বোর্ডের আচমকা এহেন 'তুঘলকি' সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে ।আগে ঠিক ছিল, টেস্ট সিরিজের আগে চার দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত। কিন্তু সূচিতে শেষ মুহূর্তে বদল আনা হয়। শ্রীলঙ্কা বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ৭ থেকে ৯ আগস্ট পর্যন্ত কলম্বোর নন্দেস্ক্রিপটস ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে তিন দিনের ম্যাচ খেলবে ভারতীয় দল।

কেন এক দিন কমিয়ে দেওয়া হল, সে বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট ।এর আগে দল ঘোষণার সময় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও চার দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের কথা জানিয়েছিল। হঠাৎ সূচি বদলে যাওয়ায় ভারতের প্রস্তুতিতে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। ৪ আগস্ট শ্রীলঙ্কার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ভারতীয় দলের। ১৫ থেকে ১৯ আগস্ট গল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্ট ২৩ থেকে ২৭ আগস্ট কলম্বোয় ।পরের বছরেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। এমনিতেই ভারত রয়েছে পঞ্চম স্থানে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে ন'টি টেস্টের মধ্যে সাতটিতেই জিততে হবে মেন ইন ব্লু-কে। তাই এ বছরের শেষের দিকে নিউজিল্যান্ডের কঠিন অ্যাওয়ে সিরিজের আগে শ্রীলঙ্কায় ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় প্রয়োজন।

ভারতের ভুল মানচিত্র ছাপানোয় ক্ষমা চাইল গ্লাসগোর রেস্তোরাঁ

হাত মোছার কাগজে ভারতের ভুল মানচিত্র ছাপানোয় স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোর এক ভারতীয় রেস্তোরাঁর প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন বক্সার লভলিনা বরগোঁহাই। সেই প্রতিবাদে কাজ হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দ্রুত সঠিক মানচিত্র ছাপা হবে। ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে ওই রেস্তোরাঁ। এ দিন সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট ডিলিট করেছে 'মিস্টার সিংহ ইন্ডিয়া: দ্য হোম অফ কারি' নামে ওই রেস্তোরাঁ। এর পরেই তারা একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। জানিয়েছে, ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে তারা গর্বিত। ৩২ বছর ধরে ভারত এবং গোটা বিশ্বকে পরিষেবা দিয়ে আসছে তারা। ভারতের মানচিত্র ভুল ভাবে ছাপানোর জন্য বিবৃতির শুরুতেই শর্তহীন ক্ষমা চাওয়া হয়েছে রেস্তোরাঁর তরফে। তারা লিখেছে, "আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে সমস্যার সমাধান করব। আরও এক বার ক্ষমা চাইছি। ভারতীয় মহাদেশের মানুষকে পরিষেবা দিতে গিয়ে কাউকে আঘাত করা আমাদের অভিপ্রায় ছিল না।" তারা আরও লিখেছে, "সঠিক ম্যাপ দিয়ে আবার আমাদের লোগো প্রকাশ করা হবে। ভারতীয় দল কমনওয়েলথ গেমসে দুর্দান্ত খেলেছে। তাদের পরিষেবা দিতে পারা আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার। আশা করি প্রত্যেকের কাছে বিকেলটা সুন্দর গিয়েছে। সারাজীবন এই স্মৃতি মনে রাখব আমরা।" উল্লেখ্য, গ্লাসগোর ওই রেস্তোরাঁ ভারতীয় দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আমন্ত্রণ রক্ষা করে সেখানে খেতে যান ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। সেখানে হাত মোছার জন্য যে কাগজ রাখা ছিল, তাতে রেস্তোরাঁর নামের সঙ্গে ছাপা ছিল ভারতের মানচিত্র।

মহিলা কুস্তিগিরদের নির্যাতনের মামলায় খালাস ব্রিজভূষণ !

আদালতে স্বস্তি পেলেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংহ। মহিলা কুস্তিগিরদের যৌন নির্যাতনের মামলায় মুক্তি পেয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালের মে মাসে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছিল। সোমবার দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত মুক্তি দিয়েছে তাঁকে। কুস্তিগির বিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিকেরা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে বার বার অভিযোগ করেছেন। তার পরেও প্রাক্তন কুস্তি কর্তা মুক্তি পেলেন। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অশ্বিনী পানওয়ার ব্রিজভূষণের মুক্তির নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রিজভূষণের পাশাপাশি এই মামলায় আরও এক অভিযুক্ত বিনোদ তোমরকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি ভারতের কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সহ-সচিব ।দুই পক্ষের শুনানি, সাক্ষীর বয়ান সব শোনার পর এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরো বিচার প্রক্রিয়া ক্যামেরাবন্দি করা হয়েছে। এই মামলায় কুস্তিগিরদের হয়ে সওয়াল করেছিলেন সিনিয়র আইনজীবী রেবেকা জন। ব্রিজভূষণের হয়ে মামলা লড়েন আইনজীবী রাজীব মোহন ।ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি ও ৫০৬(১) নম্বর ধারায় মামলা দায়ের হয়েছিল। তোমরের বিরুদ্ধে ১০৯ ধারায় মামলা হয়েছিল। দু'জনেই অবশ্য জামিনে ছিলেন। এ বার মুক্তি পেলেন তাঁরা। গত লোকসভা ভোটের আগে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার তৎকালীন সভাপতি তথা বিজেপি নেতা ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগাটের মতো কুস্তিগিরেরা অভিযোগ করেছিলেন ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে। ছয় মহিলা কুস্তিগিরকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল। তার মধ্যে এক নাবালিকাও ছিল। ব্রিজভূষণের শাস্তির দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরে ধর্না দিয়েছিলেন কুস্তিগিরেরা। চাপে পড়ে পদত্যাগ করেন ব্রিজভূষণ। পরে কুস্তি সংস্থার নতুন সভাপতি হন সঞ্জয় সিংহ। যদিও বিনেশদের অভিযোগ, সঞ্জয় নামেই সভাপতি। এখনও ভারতীয় কুস্তি চালান ব্রিজভূষণই ।ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে দিল্লির আদালতে যৌন নিগ্রহের মামলা হয়। তবে পকসো থেকে রেহাই পান তিনি। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দেওয়ার সময়েই পকসো মামলাটি বাতিলের আর্জি জানিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দেয় পুলিশ। এ বিষয়ে অভিযোগকারিণী নাবালিকা এবং তার পিতাকে নোটিস দেয় আদালত। তাঁদের জবাব জানতে চাওয়া হয়। ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে আদালতে তাঁরা সশরীরে হাজিরা দেন। সেখানে তাঁরা জানান যে, পুলিশের রিপোর্টে তাঁদের আপত্তি নেই। তার ভিত্তিতেই ব্রিজভূষণকে পকসো মামলা থেকে রেহাই দেয় আদালত। এ বার বাকি সব অভিযোগ থেকেও মুক্তি পেলেন তিনি।

'প্রিয়' পাঁচ ইভেন্ট ছাড়াই উজ্জ্বল, ৩৯ পদক নিয়ে কমনওয়েলথ গেমসে চতুর্থ টিম ইন্ডিয়া

কমনওয়েলথ গেমসে চতুর্থ স্থানেই শেষ করল ভারত। ১৩টি সোনা, ১৭টি রুপো এবং ৯টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ৩৯টি পদক "টিম ইন্ডিয়া"র ঝুলিতে। সমান সংখ্যক পদক জিতেও রুপোর সংখ্যা বেশি থাকায় আয়োজক স্কটল্যান্ডকে পিছনে ফেলেছেন মীরাবাঈ চানু, নীরজ চোপড়ারা। প্রথম তিনে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড এবং কানাডা। গত তিনটি কমনওয়েলথ গেমসে ভারত ধারাবাহিকভাবে ভালো ফল করেছে। ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো, ২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্ট এবং ২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত এই তিনটি গেমস আসরেই ভারত পদক তালিকার প্রথম সারিতে ছিল। নানা খেলায় ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের সাফল্য দেশের খেলাধুলায় উন্নতির ছবিই সামনে এনেছে।২০১৪ সালের গেমসে ১৫টি সোনা, ৩০টি রুপো ও ১৯টি ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ৬৪টি পদক জিতে পঞ্চম হয় ভারত। ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টে ভারত আরও ভালো ফল করে। সেবার ২৬টি সোনা, ২০টি রুপো ও ২০টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৬৬টি পদক জিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করে। ওই আসরে মীরাবাঈ চানু ভারতের হয়ে প্রথম সোনা জেতেন। নীরজ চোপড়াও জ্যাভলিন থ্রোতে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েন।

২০২২ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে ৭২টি দেশের ৪,৫০০-র বেশি অ্যাথলিট অংশ নেন। ভারত ২১টি সোনা, ১৬টি রুপো ও ২৩টি ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৬০টি পদক জিতে পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে জায়গা করে নেয়। টানা তিনটি আসরে এই সাফল্য দেখিয়ে দেয়, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে ভারত এখন অন্যতম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী।

তবে এবারের গেমস ছিল ভারতের কাছে এক অন্য রকম পরীক্ষা। কারণ বাজেট সীমাবদ্ধতার কারণে শুটিং, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, হকি এবং টেবিল টেনিসের মতো খেলা বাদ দেওয়া হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, এই খেলাগুলিই এতদিন ভারতকে বহু পদক এনে দিয়েছিল। ফলে পদকের সংখ্যা কমবে, এমন আশঙ্কা ছিল শুরু থেকেই। সেই পরিস্থিতিতেও সীমিত সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শীর্ষ চার দেশের মধ্যে জায়গা ধরে রাখল ভারত।

সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে অ্যাথলেটিক্স ও প্যারা অ্যাথলেটিক্সে। দুই বিভাগ মিলিয়ে ভারতের ঝুলিতে এসেছে ১৬টি পদক। অলিম্পিক সোনাজয়ী নীরজ চোপড়া পুরুষদের জ্যাভলিনে রুপো জিতেছেন। প্যারা অ্যাথলেটিক্সে সোনা এনে দিয়েছেন দিলীপ মহাদু গাভিত, শর্মিলা এবং সোমন রানা। অন্যদিকে, গুলবীর সিং ১০,০০০ মিটারে রুপো ও ৫,০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ জিতে নজর কেড়েছেন।

শুক্রবার রাত পর্যন্ত আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল ভারত বুঝি এ বছর কমনওয়েলথ গেমসে অতীত পারফরম্যান্সের ধারেকাছে যেতে পারবে না। এমনকী গেমসের ইতিহাসে প্রায় প্রতি আসরে প্রথম পাঁচে থাকা টিম ইন্ডিয়া শুক্রবার রাত পর্যন্ত ছিল ১০ নম্বরে। কিন্তু ওই যে কথায় আছে, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। শনিবার রাতে স্রেফ বক্সিংই দূর করে দিল সব আশঙ্কা।

চলতি কমনওয়েলথ গেমসে 'শনিবার' দিনটা ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল। একদিনে সাত-সাতজন বক্সার সোনা জিতলেন। তিনজন রুপো। সোনা জিতলেন ভারতের পাঁচ মহিলা বক্সার প্রীতি পওয়ার, জ্যাসমিন লাম্বোরিয়া, প্রিয়া ঘাঙ্গাস, সাক্ষী চৌধুরী, অরুন্ধতী চৌধুরী। পুরুষদের বক্সারদের মধ্যে সোনা জিতেছেন শচীন সিওয়াচ এবং অঙ্কুশ পাঙ্গাল।

ভারোত্তোলনে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন মীরাবাঈ চানু। মহিলাদের ৪৮ কেজি বিভাগে সোনা জেতার পাশাপাশি এই খেলায় ভারতের ঝুলিতে এসেছে সাতটি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ। জুডো থেকে এসেছে চারটি পদক। হর্ষ সিং ও অস্মিতা দে সোনা জিতেছেন। যামিনী মৌর্য পেয়েছেন রুপো। উন্নতি শর্মা ব্রোঞ্জ। প্যারা পাওয়ারলিফটিংয়ে ঝন্ডু কুমারের ব্রোঞ্জ ভারতের পদকসংখ্যায় আরও একটি সংযোজন।

ভারতের সবচেয়ে সফল দিন ছিল ১ আগস্ট। একদিনেই আসে ১৮টি পদক। বক্সিংয়ের সাতটি সোনার পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্স ও প্যারা অ্যাথলেটিক্স থেকেও একাধিক পদক আসে। সেই দিনই পদকের তালিকায় ভারতের প্রথম চার কার্যত নিশ্চিত হয়ে যায়। তবে শেষ দিনে আর পদক বাড়েনি। জুডোয় ব্রোঞ্জ জয়ের লড়াইয়ে ১৯ বছরের ইশরূপ নারাং অল্পের জন্য হেরে যান। সাইক্লিংয়েও খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ভারতকে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কমনওয়েলথ গেমসের পতাকা ও কিংস ব্যাটন গ্রহণ করল আহমেদাবাদ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন নীরজ চোপড়া।

টাইট লড়াইয়ে মৌচাক ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে তরুণ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মৌচাক ক্লাবকে ৩ উইকেটে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করল তরুণ সংঘ। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ১৮.২ ওভারে মাত্র ৬৩ রানে অলআউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে সুপ্রিয়া দাস ১৫ বল খেলে ৩টি বাউন্ডারিতে ১৫ রান এবং পূজা দাস ১৬ বল খেলে ১২ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তরুণ সংঘ ১৬ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় ৬৬ রান তুলে নিয়ে জয়ের লক্ষ্য পৌঁছে যায়। দলের হয়ে প্রিয়াঙ্কা সাহা ৩৮ বল খেলে ৬টি আকর্ষণীয় বাউন্ডারির সাহায্যে দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৯ রান সংগ্রহ করেন ।প্রতিপক্ষের কম পুঁজি তাড়া করতে নেমে তরুণ সংঘের ব্যাটারদেরও মৌচাক ক্লাবের আঁটসাঁট বোলিংয়ের মুখে বেশ বেগ পেতে হয়। মৌচাক ক্লাবের পূজা দাস মাত্র ১৪ রান খরচ করে ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তবে বল হাতেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেন তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা সাহা; তিনি ৪ ওভার বল করে ৩টি মেডেনসহ মাত্র ৫ রান দিয়ে ২টি উইকেট শিকার করেন। এছাড়া তরুণ সংঘের ঝুমকি দেবনাথও ১৩ রানের বিনিময়ে ২টি উইকেট দখল করেন। ব্যাট ও বল উভয় বিভাগে এমন নজরকাড়া অলরাউন্ড নৈপুণ্যের সুবাদে তরুণ সংঘের প্রিয়াঙ্কা সাহা ম্যাচসেরা বা প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন।

বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ : মৌচাককে হারিয়ে জয়ে ফিরলো বিবেকানন্দ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ২৭তম ম্যাচে এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে মৌচাক ক্লাবকে ২-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছে বিবেকানন্দ ক্লাব। আজ বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া ম্যাচের ২০তম মিনিটেই লালভেঙ্গা ডার্লংয়ের চমৎকার গোলে এগিয়ে যায় বিবেকানন্দ ক্লাব। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধে মরিয়া মৌচাক ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩তম মিনিটে ডেভিট ডার্লংয়ের গোলে সমতায় ফেরে। তবে ম্যাচের ৬৮তম মিনিটে হাইযুঙ্গ জমাতিয়া গোল করে বিবেকানন্দ ক্লাবকে পুনরায় এগিয়ে দেন, যা শেষ পর্যন্ত দলের জয় সুনিশ্চিত করে। একই মিনিটে মৌচাক ক্লাবের কৌতাল জমাতিয়া ও কর্ণ কলৈই হলুদ কার্ড দেখেন এবং ৮০ মিনিটে বিবেকানন্দ ক্লাবের জেসাইয়া ডারলংকে হলুদ কার্ড দেখান ম্যাচের দায়িত্বে থাকা রেফারি বিশ্বজিৎ দাস, বিশ্বজিৎ নাথ, রাজেশ চন্দ্র দাস ও বিপ্লব সিংহ। চলতি টুর্নামেন্টে এই জয়ের মাধ্যমে বিবেকানন্দ ক্লাব তাদের ভালো ফর্ম বজায় রাখল, যেখানে তারা প্রথম ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-১ ও তৃতীয় ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৪-১ গোলে হারিয়েছিল, পাশাপাশি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে ৩-৩ এবং সরোজ সংঘের সঙ্গে ২-২ গোলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করলেও চতুর্থ ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-৬ ব্যবধানে হেরেছিল। অন্যদিকে, মৌচাক ক্লাবের জয় পাওয়ার অপেক্ষা এখনও দীর্ঘায়িত হলো। তারা এর আগে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সাথে ২-২, পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সাথে ০-০ এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সাথে ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করলেও নবোদয় সংঘ (১-৩) ও ত্রিবেণী সংঘের (০-৪) কাছে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

কসমোপলিটন ক্লাবকে হারিয়ে ব্লাডমাউথের ফাইনালে প্রবেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট ।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে কসমোপলিটন ক্লাবকে ২৬ রানের ব্যবধানে পরাজিত করে ফাইনালে নাম লেখাল ব্লাড মাউথ ক্লাব। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৭ রান সংগ্রহ করে ব্লাড মাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ ৫৩ বলে ১টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৯ রান করে রিটায়ার্ড আউট হন এবং দলনেত্রী ঋজু সাহা ৩৬ বলে ৩টি বাউন্ডারিতে ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ক্লাব নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান তুলতে সক্ষম হয়। দলের হয়ে দলনেত্রী মৌচৈতি দেবনাথ ৪৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৪৩ রান করেন ।ব্লাড মাউথ ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত বোলিং আক্রমণের সামনে কসমোপলিটন ক্লাবের ব্যাটাররা বড় জুটি গড়তে ব্যর্থ হন। বোলিংয়ে ব্লাড মাউথ ক্লাবের অন্বেষা দাস ১২ রান খরচ করে মূল্যবান ২টি উইকেট শিকার করেন এবং সেবিকা দাস ও মমিতা দেব একটি করে উইকেট দখল করেন। অলরাউন্ড পারফরম্যান্স ও দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে ম্যাচসেরা বা প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব অর্জন করেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের অম্বিকা দেবনাথ।

জিরানিয়ায় ক্রিকেট : সুকান্ত একাডেমিকে হারিয়ে শেষ চারে ওল্ড আগরতলা স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলায় দুর্দান্ত জয় পেয়েছে ওল্ড আগরতলা পিএম শ্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। রানির বাজার স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সুকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম এইচএস স্কুলকে ৩৮ রানের ব্যবধানে পরাজিত করেছে তারা। ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ওল্ড আগরতলা স্কুল ৩৪ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ১৩১ রান সংগ্রহ করে। জয়ের জন্য ১৩২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ওল্ড আগরতলার বোলারদের তোপের মুখে পড়ে সুকান্ত একাডেমি এবং ২১.১ ওভারে মাত্র ৯৩ রানেই অলআউট হয়ে যায়। বিজয়ী দলের পক্ষে ব্যাট হাতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন প্রীতম সিংহ; তিনি ৬৬ বল খেলে দুটি চমৎকার বাউন্ডারির সাহায্যে সর্বোচ্চ ৪৩ রানের ইনিংস উপহার দেন। পরবর্তীতে বোলিংয়ে দুর্দান্ত নৈপুণ্য দেখিয়ে ওল্ড আগরতলা স্কুলের ওংকার দেবনাথ মাত্র ১৪ রান দিয়ে ৫টি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং মেরুদণ্ড ভেঙে দেন। এছাড়া প্রতিপক্ষকে অল্প রানে গুটিয়ে দিতে বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন অর্পণ চক্রবর্তী ও বিজয় দাস। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে অর্পণ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জামশেদপুরের দল তুলে নেওয়া 'পেটে সপাটে ঘুষি', টাটাদের সিদ্ধান্তে অবাক সুনীল, পুনর্বিবেচনার অনুরোধ ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের

বিবৃতি দিয়ে আইএসএল থেকে দল তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছে জামশেদপুর এফসি। এই সিদ্ধান্তে অবাক সুনীল ছেত্রী। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্ত যেন 'পেটে সপাটে ঘুষি' হজম করার মতোই। টাটা গোষ্ঠীর কাছে আবেদন করেছেন সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার।

সমাজমাধ্যমে সুনীল লিখেছেন, "জামশেদপুর প্রথম দল তুলে নিচ্ছে, এটা আমাদের কাছে পেটে ঘুষি হজম করার মতোই। ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফেরা হঠাৎই ক্লাবহীন হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো ক্লাব পেয়ে যাবেন। লিগে একটা ক্লাব কমে গেল। তাতেও হয়তো মরসুম এগিয়ে যাবে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলে শীর্ষস্তরে টাটা গোষ্ঠীর কোনও ক্লাব থাকবে না এটা এমন একটা বিপর্যয় যার কোনও বিকল্প নেই।"

২০১৭-য় আইএসএল খেলা শুরু করে জামশেদপুর। পাঁচ বছর পর তারা লিগ-শিল্ডও জেতে। কিন্তু আচমকাই ক্লাব বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনেকেই অবাক। ফুটবলারেরা একযোগে আবেদন জানিয়েছেন নতুন করে ভাবার।

সুনীল লিখেছেন, "ভারতীয় ফুটবলের অংশীদার হতে গেলে অনেক সাহস লাগে। গত কয়েক বছর এতটাই খারাপ পরিস্থিতি চলছে। কিন্তু আশেপাশের সব কিছু ভেঙে পড়ার আগে আপনি পরিবারের সকলকে পাশে চান, যাতে সকলকে জড়িয়ে থাকতে পারেন। প্রবীণদের কাছে আশ্বাস চাওয়া হয়। তেমন ভাবেই টাটা গোষ্ঠী, টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি এবং জামশেদপুর এফসি আমাদের কাছে একটা স্তম্ভের মতো ছিল।"

সুনীল আরও লিখেছেন, "আমি জানি খেলাধুলোয় কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। শুধু অনুরোধ করতে পারি যাতে টাটা গোষ্ঠীর শীর্ষকর্তারা মাথার বদলে মনের কথা শোনেন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার ভাবেন। হয়তো খারাপ ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত হতে পারে। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের জন্য আপাতত এটাই দরকার।"

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই জামশেদপুর ঘোষণা করে তারা দল নামাবে না। সূত্রের খবর, ক্লাবের বোর্ড অফ ডিরেক্টরেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রথম দল না নামানোর। ২০১৭-য় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জামশেদপুর। ২০২২-এ লিগ-শিল্ডও জিতেছিল। তবে নাম তোলার সিদ্ধান্ত আচমকা নেওয়া হয়নি। ফেডারেশন এবং আইএসএলের ক্লাবগুলির মধ্যে যখন লিগ চালানোর স্বত্ব নিয়ে দরকষাকষি চলছে, তখন থেকেই জামশেদপুরের কর্তারা নাম তোলার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন।

জামশেদপুর জানিয়েছে, আগের মতোই ফুটবলের উন্নতিতে তারা কাজ করবে। তৃণমূল স্তর থেকে ফুটবলার তুলে আনার চেষ্টা করা হবে। যে সব কোচ, ফুটবলারদের চুক্তি রয়েছে, তাঁদের পুরো বেতনও দিয়ে দেওয়া হবে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে মাদককে প্রত্যাখ্যানের আহ্বান রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: আজ সন্ধ্যায় আগরতলার আড়ালিয়া ব্রহ্মাকুমারীজের জ্ঞানোদয় ভবনে ব্রহ্মাকুমারীজের প্রয়াত প্রধান প্রশাসক দাদি প্রকাশমণিজির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আয়োজিত '১০ কোটি নেশামুক্ত ভারত শপথ অভিযান' এবং 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব রক্তদান অভিযান'-এর রাজ্যস্তরের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। রাজযোগ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মেডিক্যাল উইং, প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয়, ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের যুবসমাজই ত্রিপুরার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি যুবসমাজের প্রতি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে মাদককে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুস্থতাকে জীবনের অঙ্গ করে তোলার পরামর্শ দেন। স্বচ্ছ মন ও সুস্থ দেহ নিয়ে নিজের স্বপ্নপূরণে এগিয়ে যাওয়া এবং বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও সমাজে নেশামুক্তির শপথের দূত হিসেবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বন্ধু, পরিবার ও প্রতিবেশীদেরও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে যুবসমাজকে উৎসাহিত করেন। তিনি সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সংস্থা, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এই অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ত্রিপুরাকে মাদক প্রতিরোধ ও সার্বিক জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। রাজ্যপাল এই ঐতিহাসিক কর্মসূচির সফল আয়োজনের জন্য প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় এবং রাজযোগ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে মহারাজা বীর বিক্রম (এমবিবি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিভাস দেব বক্তব্য রাখেন। ব্রহ্মাকুমারীজের অসম সহ ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সেবা কেন্দ্রসমূহের ইন-চার্জ বি.কে. জোনালি স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে ব্রহ্মাকুমারীজের সংস্থার ভাই বোন, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

হরিনায় জগন্নাথ জিউ মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস, ব্যয় প্রায় ৮.৩৮ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: দক্ষিণ ত্রিপুরার হরিনা এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ জিউ মন্দিরের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন এলাকার বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

জানা গেছে, বিধায়কের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ব্যয়ে মন্দিরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ভক্তদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাও গড়ে তোলা হবে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির সভাপতি স্বপন সরকার, সম্পাদক, কমিটির অন্যান্য সদস্য, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং এলাকার বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মন্দিরের উন্নয়নের দাবি ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে মন্দিরের পরিকাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটবে এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা আরও সহজ ও গতিশীল হবে। পাশাপাশি ভক্তদের জন্যও উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত এই উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা ও ভক্তদের মধ্যে সন্তোষের পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হলে মন্দিরটি আরও আকর্ষণীয় ও সুপরিসর ধর্মীয় কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে।

তেলিয়ামুড়ার ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী চান মিয়াকে ঘিরে অপপ্রচারের অভিযোগ, প্রতিবাদে সরব এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ার পরিচিত ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী চান মিয়াকে ঘিরে সাম্প্রতিক অপপ্রচারের অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার একাংশের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তিনি ব্যবসার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচার বন্ধের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, চান মিয়া নিয়মিত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কর প্রদান করে আসছেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। সম্প্রতি এসএমএ আক্রান্ত শিশু মনশ্রী চৌধুরীর চিকিৎসার জন্য রাজ্য ও বহিঃরাজ্য থেকে আর্থিক সহায়তা সংগ্রহের উদ্যোগেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বলে দাবি করেন এলাকাবাসী।

তাঁদের আরও দাবি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার যে কেউ বিপদে পড়লে চান মিয়া যথাসাধ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। মানবিক বিভিন্ন কাজে তাঁর অবদানের কারণেই এলাকায় তিনি পরিচিত মুখ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

সম্প্রতি একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা ও প্রচার শুরু হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য যাচাই ছাড়া অপপ্রচার চালানো উচিত নয়। এতে একজন সমাজসেবী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

এলাকাবাসী দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, যে কোনো অভিযোগ বা তথ্য প্রচারের আগে তার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। তবে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষের বক্তব্য সংবাদ লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তাঁদের বক্তব্য পাওয়া গেলে তা যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করা হবে।

রামচন্দ্রঘাটে ৯টি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি বিধায়ক রঞ্জিতের

আগরতলা, ৩ আগস্ট: ত্রিপুরার রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা এলাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় তীব্র প্রশাসনিক সংকটের অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার কাছে চিঠি দিয়েছেন তিপরা মথা বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা। তাঁর অভিযোগ, এলাকায় মোট ৯টি সরকারি বিদ্যালয়ে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার মান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

বিধায়ক তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, প্রধান শিক্ষকের অভাবে বিদ্যালয়গুলো কার্যত 'অভিভাবকহীন প্রতিষ্ঠানে' পরিণত হয়েছে। এতে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং সার্বিক প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুতর সমস্যা তৈরি হয়েছে।

জানা গেছে, গৌরাঙ্গটিলা, রতনপুর ও অমপুরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকউভয় পদই শূন্য রয়েছে।

এছাড়া বাইজলবাড়ি, বীরচন্দ্রপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে খালি। এর মধ্যে বড়ময়দান উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র সহকারী প্রধান শিক্ষকও আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করবেন, ফলে প্রশাসনিক সংকট আরও গভীর হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।অন্যদিকে কেএমআর, দেবেন্দ্র চৌধুরী ও ওয়াভালওয়াং উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নেই বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা বলেন, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বৈজলবাড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন, যা অবশ্যই ইতিবাচক উদ্যোগ। তবে শুধু অবকাঠামো নির্মাণ করলেই শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। দক্ষ ও স্থায়ী নেতৃত্ব ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা কঠিন। এদিকে, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারাও দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকার কারণে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হলে সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা আরও কমে যাবে এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই পরিস্থিতিতে রামচন্দ্রঘাটের ৯টি বিদ্যালয়ে দ্রুত স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা।

ধর্মনগরে চুরি হওয়া মোটরসাইকেল উদ্ধার, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৩ আগস্ট: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। একই সঙ্গে বাইক চুরির অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধর্মনগর শহরের জেল রোড এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে টিআর-০৫ জি-৫৬৫৯ নম্বরের একটি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। পরে আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানা যায়, প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগে ধর্মনগরের মনতলা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ত্রিপুরা জল বোর্ডে ডেপুটেশন এআইডিডব্লিউএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যা দ্রুত সমাধানের দাবিতে সোমবার ত্রিপুরা জল বোর্ডের সাব-ডিভিশন—১-এর সহকারী বাস্তুকারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল এআইডিডব্লিউএ -র পূর্ব আগরতলা অঞ্চল কমিটি।

এদিন সংগঠনের একটি প্রতিনিধি দল ত্রিপুরা জল বোর্ডের সাব-ডিভিশন—১-এর কার্যালয়ে গিয়ে সহকারী বাস্তুকারের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেয়। ডেপুটেশনে শহরের বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে চলা পানীয় জলের সংকট এবং ক্ষতিগ্রস্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

ডেপুটেশনের পর সংগঠনের এক প্রতিনিধি সংবাদমাধ্যমকে জানান, "জলের অপর নাম জীবন। অথচ বর্তমানে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল সরবরাহে চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। বহু জায়গায় পাইপলাইন ভেঙে পড়ে রয়েছে, আবার অনেক এলাকায় 'অটল জলধারা' প্রকল্পের পাইপলাইন বসানো হলেও এখনও নিয়মিত জল সরবরাহ শুরু হয়নি।"

তাঁর দাবি, ধলেশ্বরসহ আগরতলা শহরের একাধিক এলাকায় একই ধরনের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চললেও স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না। ফলে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পাইপলাইন দ্রুত মেরামত, যেখানে এখনও জল সরবরাহ শুরু হয়নি সেখানে অবিলম্বে পরিষেবা চালু করা এবং শহরের পানীয় জলের সমস্যা স্থায়ীভাবে সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাসে খাদ্যসামগ্রী সংক্রান্ত অভিযোগে আকস্মিক পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

আগরতলা, ৩ আগস্ট: আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ড. বি. আর. আম্বেদকর স্মৃতি ছাত্রী নিবাসে খাদ্যসামগ্রী সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আজ আকস্মিক পরিদর্শন যান মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। পরিদর্শনকালে মন্ত্রী আবাসিক ছাত্রীদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে কথা বলেন এবং তাদের অভিযোগ ও মতামত শোনেন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেও বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন।

পরবর্তী সময়ে সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, অভিযোগের প্রতিটি দিক নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তিনি বলেন, ছাত্রীদের অধিকার, নিরাপত্তা ও কল্যাণের প্রশ্নে কোনো ধরনের অবহেলা বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি জানান।

দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: দক্ষিণ জেলার জনগনের জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয়েছে। শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট চালু করা হয়েছে। ইউনিটটি চালু হওয়ার পর ২ আগস্ট একজন রোগী সেখানে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন

উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই শান্তিরবাজারের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা এবং দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে. এম. দাস দক্ষিণ জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

এই পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল হাসপাতালের ল্যাবরেটরি, বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক পরিষেবা, পুরুষ ও মহিলা ওয়ার্ড, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট এবং নব চালু কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট ঘুরে দেখেন। হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিকাঠামো এবং রোগীর পরিষেবা বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা প্রতিনিধি দলকে অবগত করেন। পরিদর্শন শেষে স্বাস্থ্য সচিব সহ প্রতিনিধি দলের সদস্যরা হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা এবং চিকিৎসক, নার্সিং অফিসার সহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ও কার্ডিয়াক কেয়ার চালু হওয়ায় জেলার জনগণ এখন গুরুতর অসুস্থতায় এবং হৃদরোগের উন্নত চিকিৎসা দ্রুত এবং এই জেলাতেই গ্রহণ করতে পারবেন। এর ফলে রোগীদের সময়মতো চিকিৎসা নিশ্চিত হবে এবং বাইরে রেফারের প্রয়োজনও অনেকটাই কমে আসবে।

জম্পুইজলায় ১৪০০ জনজাতি মহিলার মধ্যে সুতা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: জম্পুইজলা বিএসি এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত পেকুয়ারজলা এডিসি ভিলেজের গাংঠাকুর বাজার প্রাঙ্গণে সুতা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ১৪০০ জন জনজাতি মহিলাকে এক কেজি পাঁচশ গ্রাম করে সুতা বিতরণ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন প্রকল্পে এই সুতা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন জম্পুইজলা বিএসি চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা। উদ্বোধনী ভাষণে জম্পুইজলা বিএসি চেয়ারম্যান বলেন, জনজাতি মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যেই সরকারের এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা বিএসি''র ভাইস চেয়ারম্যান নিরঞ্জন কলই, ডুকলি ব্লকের ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর ঘোষ, সমাজসেবী নিরন দেববর্মা, সমাজসেবী নিতাই শীল, সমাজসেবী রবীন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ।

'চাঁদা চুরি, গদি চুরি' স্লোগানে উত্তাল সংসদ

বিরোধীদের বিক্ষোভে বারবার মুলতবি অধিবেশন

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৩ অগাস্ট : বাদল অধিবেশনের তৃতীয় সপ্তাহে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল সংসদ। 'চাঁদা চুরি, গদি চুরি' স্লোগান তুলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হল ইন্ডিয়া জোট। বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভ ও স্লোগানের জেরে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ব্যাহত হয় স্বাভাবিক কাজকর্ম। পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিকবার অধিবেশন মুলতবি করতে হয়।

লোকসভায় এদিন দু'দফায় অধিবেশন মুলতবি করা হয়। শেষ পর্যন্ত দিনের মতো সভা স্থগিত হয়ে যায়। তবে বিরোধীদের তীব্র প্রতিবাদ ও স্লোগানের মধ্যেই সরকার সুপ্রিম কোর্ট সংশোধনী বিল পাস করাতে সক্ষম হয়। কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিরোধী সাংসদরা লোকসভার ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে স্লোগান দিতে দেখা যায় তাঁদের। 'চাঁদা চুরি' সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি ও জবাবের দাবিতে সরব হন বিরোধী সাংসদরা। বিরোধীদের বিক্ষোভের জেরে সংসদের স্বাভাবিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়ের জন্য কার্যত থমকে যায়। একদিকে বিরোধীদের স্লোগান ও প্রতিবাদ, অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে সংসদের কাজ চালানোর চেষ্টা, এই টানাপোড়েনে বারবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বাদল অধিবেশনের তৃতীয় সপ্তাহেও বিরোধী ও সরকারের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত থাকায় আগামী দিনগুলিতে সংসদের কাজ কতটা স্বাভাবিক থাকে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।চাইলে এটিকে আরও কড়া রাজনৈতিক সংবাদপত্রের ভাষায় বা দৈনিক পত্রিকার প্রথম পাতার রিপোর্টের মতো আরও ধারালো করে সাজানো যায়।

এজিএমসি ছাত্রী হোস্টেল কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি, নিরাপত্তা জোরদারের আহ্বান এসইউসিআই(সি)-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: এজিএমসি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ছিনতাই ও হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই(সি)-র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি। একই সঙ্গে অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং রাজ্যের সমস্ত ছাত্রী আবাসিক হোস্টেলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ৩০ জুলাই রাতে এজিএমসি মেডিকেল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়াদের আবাসিক হোস্টেলে এক ছাত্রীর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁর মোবাইল ফোন ছিনতাই করা হয়। এই ঘটনায় হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এসইউসিআই(সি)-র দাবি, এই ঘটনা শুধু এজিএমসি নয়, রাজ্যের অন্যান্য ছাত্রী আবাসিক হোস্টেলের নিরাপত্তা নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তাই ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে সব সরকারি ও বেসরকারি ছাত্রী হোস্টেলে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সংগঠনটি আরও দাবি করেছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ছাত্রাবাসগুলিতে সিসিটিভি নজরদারি, পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ ও নিয়মিত পুলিশি টহলের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যাতে আবাসিক ছাত্রীরা নিরাপদ পরিবেশে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন। এদিকে, ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে বিভিন্ন ছাত্র ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকেও।

চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে আইজিএম হাসপাতালে উত্তেজনা, ময়নাতদন্ত নিয়ে মতবিরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ আগস্ট: চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক জনজাতি মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আগরতলার আইজিএম হাসপাতালে রবিবার রাতে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মৃতদেহের ময়নাতদন্তকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও মৃতার পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

জানা গেছে, রবিবার বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ খোয়াই জেলার রাধাপুর থানার অন্তর্গত বেলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা কবিতা দেববর্মাকে অসুস্থ অবস্থায় আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের দাবি, পেটে তীব্র ব্যথা অনুভব করায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। প্রথমে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাঁকে প্রসূতি বিভাগে পাঠানো হয়।

হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, হাসপাতালে আনার আগেই কবিতা দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকদের দাবি, মৃতা প্রায় চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সে কারণে আইনানুগ প্রক্রিয়া অনুযায়ী মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ধারণে ময়নাতদন্ত করা আবশ্যক। বিষয়টি জানিয়ে পশ্চিম মহিলা থানায়ও খবর দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, মৃতার পরিবারের সদস্যরা ময়নাতদন্তে আপত্তি জানিয়ে মৃতদেহ তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করেন। চিকিৎসকরা আইনগত বাধ্যবাধকতার কথা জানালে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং হাসপাতাল চত্বরে হুলস্থুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়ে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে দেয়, এ ধরনের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ময়নাতদন্ত করানো বাধ্যতামূলক এবং এ বিষয়ে কোনো ধরনের ব্যতিক্রম করা সম্ভব নয়।

পরে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনই কোনো নিশ্চিত মন্তব্য করতে রাজি নয় পুলিশ বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানানো হয়েছে।

ওয়ারি তুইসা এলাকায় উদ্ধার দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো, চালক-যাত্রীর খোঁজে তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৩ আগস্ট: রাধাপুর থানার অধীন ওয়ারি তুইসা এলাকায় গভীর রাতে একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে রাস্তার পাশে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় একটি অটো দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে তারা বিষয়টি রাধাপুর থানায় জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অটোটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অটোতে চালক বা কোনো যাত্রী ছিলেন না। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, দুর্ঘটনার পর চালক অটোটি ঘটনাস্থলে রেখে সেখান থেকে চলে যান। তবে এর পেছনে অন্য কোনো কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনো হতাহত বা আহতের খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে রাধাপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি অটোর চালক এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সন্ধানেও তৎপরতা চালানো হচ্ছে।

কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে ছাদের অংশ ভেঙে আহত মহিলা ও শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটি শাখায় সোমবার দুপুরে ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে এক মহিলা গ্রাহক ও একটি শিশু আহত হন। তাঁদের আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গেলেও ঘটনায় ব্যাঙ্ক চত্বরে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, লেনদেন চলাকালীন হঠাৎ ছাদের অংশ ভেঙে পড়লে উপস্থিত গ্রাহক ও কর্মীরা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। খবর পেয়ে ভবনের মালিক ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তবে আহতদের অভিযোগ, তিনি ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে উপস্থিত কয়েকজনকে হুমকি দেন এবং আহতদের তেমন কিছু হয়নি বলেও মন্তব্য করেন। ব্যাঙ্কের এক আধিকারিক জানান, ভবনের ছাদ সংস্কারের জন্য মালিকপক্ষকে একাধিকবার অবহিত করা হলেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাঁর দাবি, ভবনটি পুরনো হলেও শুধুমাত্র বাইরের অংশে রং করা হয়েছিল; ছাদের ভেতরের দুর্বল অংশ বা ফাটল চিহ্নিত করে মেরামত করা হয়নি।

ঘটনার পর ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও সচেতন মহলের দাবি, ভবনটির অবস্থা প্রকৌশলীদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road, Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas